contents

চার ইমামের আক্বীদাহ সমূহ

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)

ইমাম আহ্মাদ (রহ.)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)

ইমাম মালিক (রহ.)

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল খুমাইস

অনুবাদ

আবদুর রহমান বিন আনোয়ার

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

اعتقاد الأئمة الأربعة

চার ইমামের

‘আক্বীদাহসমূহ

ডঃ মুহাম্মাদ বিন ‘আবদুর রহমান আল খুমাইস

অনুবাদ

‘আবদুর রহমান বিন আনোয়ার

প্রকাশনায়

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

উৎসর্গ

যার উসিলায় আমি মাদ্রাসায় পড়ে 'আলিম হয়েছি সেই কাকা **খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ:)**-এর রূহের মাগফিরাত কামনায় এবং আমার সদ্য পরলোকগত মায়ের রূহের মাগফিরাত কামনায় আল্লাহর নিমিত্তে।

চার ইমামের 'আক্বীদাহ্সমূহ

ডঃ মুহাম্মাদ বিন 'আবদুর রহমান আল খুমাইস

প্রকাশনায় : **খালিদ বিন ইউনুস**
আত্-তাওহীদ প্রকাশনী
আবাসিক ভবন– মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৭১২-৫৪৯৯৫৬, ০১৯৬১-৫৭৭৪১৭

প্রকাশকাল : **প্রথম প্রকাশ** : রবিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিযরী
: মাঘ ১৪২০ বাংলা
: জানুয়ারী ২০১৪ ঈসায়ী

পরিবেশনায় : **তাওহীদ পাঠাগার**
কালকিনি, মাদারীপুর।
মোবাইল : ০১৭১৬-৩৭৪৯৭৬

অক্ষর সংযোজন : **নূর ইসলাম**
মোবাইল : ০১৯১৫-৬২৬৭১৮, ০১৬৭৫-০৪৫৮৬২
E-mail: noorislamshiplu@yahoo.com

মূল্য : ৫২/- (বায়ান্ন) টাকা মাত্র ॥

Char Imamer 'AkidahSomuho.
Published by Khalid bin Yunus, At-Tawheed Publication,
Dhaka, Bangladesh. 1st Publish: January 2014. Price Tk- 52.00, US $: 2.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যিনি বিশ্ববাসীর নিকট রহমাত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তার সাথে সাথে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার, সহচর এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের উপর।

ইয়াহূদী, খ্রীষ্টানদের বিছানো ফাদে পা দিয়ে আজ মুসলিম বিশ্ব দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মনগড়া বানানো পথে চলছে। কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে ভাগ করে এক একটি দলের জন্য এক একটি নিয়ে কিছু মেনে কিছু পরিত্যাগ করে নিজেদের মতো করে চলছে। আর প্রত্যেকটি দলই দাবী করে তারা হাক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا﴾

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৩)

আর আল্লাহ্, রাসূল ﷺ, কুরআন, ঈমান ইত্যাদি সম্পর্কে ঐ সকল দলের 'আক্বীদাও ভুলে পরিপূর্ণ।

পরকালে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ হতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা নূহ আলায়হিস সালাম থেকে শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত যত নাবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলকেই তাদের উম্মাতদের 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। যেমন- আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

অর্থ : "আমি প্রত্যেক উম্মাতদের নিকট তাদের নাবী-রাসূলদেরকে এ দা'ওয়াত নিয়ে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকবে"- (সূরাহ্ আন্ নাহল ১৬ : ৩৬)। তাই 'আক্বীদার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বাংলাদেশে চারটি মাযহাব বা দল খুবই পরিচিত। এ সকল মাযহাবের সর্বস্তরের লোকদের আল্লাহ্, রাসূল ﷺ, কুরআন, ঈমান ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের 'আক্বীদাহ্ ভুলে পরিপূর্ণ। তা সত্বেও তারা তাদের 'আক্বীদাহ্কে বিশুদ্ধ বলে দাবী করে। তারা বলে থাকে আমরা অমুক মাযহাবের লোক, অথচ সে মাযহাবের

ইমামের 'আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাস কি ছিল তা তারা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বলে মনেও করে না। তারা দেখেনা রাসূল ﷺ, সাহাবা >-গণ, তাবেয়ীগণ, তাবে তাবেয়ীগণ অর্থ্যাৎ- সালাফগণদের 'আক্বীদাহ্ কী ছিল।

চার ইমাম যেমন- ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:), ইমাম মালিক (রহ্:), ইমাম শাফিয়ী (রহ্:), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ্:), এদের সকলেরই 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ ছিল। তাদের 'আক্বীদাহ্ ছিল কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুযায়ি 'আক্বীদাহ্। তাদের 'আক্বীদাহ্ ছিল রাসূল ﷺ এবং তার সাহাবা কিরামদের 'আক্বীদাহ্। অর্থাৎ- তাদের সকলেরই 'আক্বীদাহ্ ছিল এক। কিন্তু আমরা সেদিকে কর্ণপাত না করে, মাযহাবের দোহাই দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলছি। যা একজন সত্যিকারের মুসলমানের উচিৎ নয়। তাই আসুন দলে উপদলে বিভক্ত না হয়ে কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসকে আকড়িয়ে ধরি।

'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করণের লক্ষে শাইখ মুহাম্মাদ বিন 'আবদুর রহমান আল খুমাইস-এর আরবী ভাষায় লিখিত "ইতিকাদুল আয়িম্মাহ আল আরবায়া" নামক পুস্তকটি আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করলাম (আলহামদুলিল্লাহ)। আশা করি বইটি পড়ে বাংলা ভাষী লোকদের 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ হবে এবং চার ইমামদের 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষাতে রূপান্তর কষ্টসাধ্য। আর আমি একজন মানুষ, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই কারো নিকট কোন প্রকার ভূল দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানালে পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করব –ইনশাআল্লাহ।

বইটি অনুবাদ করা থেকে ছাপা পর্যন্ত যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছে, সহযোগিতা করেছে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য দু'আ করি আল্লাহ্ যেন তাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। –আমীন॥

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে আরজ করি– "হে আল্লাহ্ এ কিতাবটি তোমার দরবারে সোপর্দ করলাম। তুমি তোমার এ জ্ঞানের ফকির বান্দার এ ছোট্ট খিদমাতকে কবুল করো। কিতাবটি অনুবাদ করতে কোন প্রকার ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর তোমার সম্পর্কে তোমার রাসূল সম্পর্কে কুরআন, ঈমান ইত্যাদি ইসলামের বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল সম্পর্কে আমাদের 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করে পরকালে মুক্তির পথ সুগম করে দাও এবং তোমার রাসূলের দেখানো পথে চলার তাওফীক্ব দাও"। –আমীন॥

আরজ গুজার
'আবদুর রহমান বিন আনোয়ার
ডি. এইচ. এম. এম. আরাবীয়া।
মোবাইল : ০১৯১২-০৪৫৫৪৬

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	লেখকের কথা	৭
২	প্রথম আলোচনা	৯
৩	দ্বিতীয় আলোচনা– ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ)-এর 'আক্বীদাহ্	১১
৪	তৃতীয় আলোচনা– ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহ্ঃ)-এর 'আক্বিদাহ্সমূহ	২২
৫	চতুর্থ আলোচনা ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-এর 'আক্বীদাহ্	৩১
৬	পঞ্চম আলোচনা– عقيدة الإمام احمد بن حنبل رحمه الله ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল [illegible]-এর 'আক্বীদাহ্	৫৩
৭	উপসংহার	৬১
৮	রাবী পরিচিতি	৬৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে হিদায়াত চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের খারাবি থেকে ও আমাদের খারাপ 'আমাল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তিনি যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই। তিনি এক তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৩)

আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তারই সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় করো যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা করো এবং আত্মীয়তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১)

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৭০-৭১)

সংক্ষিপ্ত হাম্দ ও দরূদের পর আমি উসূলুদ দ্বীন-এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে গভেষনা করতে উদ্ধত হলাম।

আমার থিসিসের ভূমিকাতে তিন ইমাম মালিক (রহ্:), শাফিয়ী (রহ্:) এবং আহমাদ বিন হাম্বল (রহ্:)-এর 'আক্বীদাহ্সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে একত্রিত করলাম। কিছু বিশিষ্ট লোক আমার কাছে এ তিন ইমামের 'আক্বীদাহ্সমূহ এককভাবে চাইল। তাই আমি চার ইমামের 'আক্বিদাহ্সমূহ পূর্ণ করার জন্য ঐ তিন ইমামের 'আক্বীদাহ্সমূহের সাথে যাদের 'আক্বীদাহ্ আমি আমার গভেষনার কিতাবের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছিলাম। তাদের সাথে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর তাওহীদের ব্যাপারে, ক্বদর, ঈমানের সাহাবী সম্পর্কে 'আক্বীদাহ্সমূহ এবং ইলমুল কালামের ব্যাপারে তার অবস্থান উল্লেখ করে চার ইমামের 'আক্বীদাহ্সমূহ নিয়ে সতন্ত্ররূপে একটি বই লিখলাম।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এ কাজটি যেন একমাত্র তাঁরই জন্য হয়ে থাকে এবং তিনি যেন আমাদের সকলকে তার কিতাবের হিদায়াতের তাওফীক্ব দেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের উপর চলার তাওফীক্ব দান করেন। আর উদ্দেশ্যের পিছনে আল্লাহ্ রয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি হচ্ছেন উত্তম অভিভাবক।

পরিশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য।

মুহাম্মাদ বিন 'আবদুর রহমান
আল খুমাইস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম আলোচনা

ঈমানের মাসআলাহ্‌ ব্যতীত উসূলুদদীন সংক্রান্ত চার ইমামের 'আক্বীদাহ্‌ একই।

চার ইমাম অর্থাৎ- আবূ হানিফাহ্‌ (রহ্‌ঃ), মালিক (রহ্‌ঃ), শাফেয়ী (রহ্‌ঃ) এবং আহমাদ (রহ্‌ঃ) এদের 'আক্বীদাহ্‌ হলো কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী, যে আক্বীদাহ্‌ এর উপর সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীগণ ছিলেন। (আল্লাহ্‌ তাদের সকলদের উপর করুনা বর্ষণ করুক।) আলহামদু লিল্লাহ ॥

উসূলুদ দ্বীন-এর ব্যাপারে ইমামদের মাঝে কোন বিরোধ ছিল না। উসূলুদ দ্বীন সম্পর্কে ঈমানের মাসআলাহ্‌ ব্যতীত চার ইমামের 'আক্বীদাহ্‌ একই। বরং তারা আল্লাহ্‌র সিফাতসমূহের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং তারা বিশ্বাস করতেন কুরআন হলো আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী। এটা আল্লাহর মাখলুক নয়, নিশ্চয়ই ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকৃতি।

তারা আহলে কালামদের মধ্যে জাহমিয়্যাহ্‌ এবং যারা তাদের পদাঙ্গ অনুসরণ করে যেমন দার্শনিক এবং যারা কথায় কথায় মাযহাবের দোহাই দেয় তাদেরকে অস্বীকার করতেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ বলেন : "আল্লাহ তার বান্দাদের উপর রহমাত বর্ষণ করুক"। নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত ইমাম যাদের ব্যাপারে উম্মাতের মধ্যে সত্যবাদিতা রয়েছে যেমন চার ইমাম ও অন্যান্যরা তারা আহলে কালাম যেমন যাহমিয়্যাহদের কুরআন, ঈমান এবং আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে যে 'আক্বীদাহ্‌ রয়েছে তা তারা অস্বীকার করতেন। তাদের ইমামগণ ঐ 'আক্বীদাহ্‌ পোষণ করে যা সালাফগণ করেছেন যেমন- আখিরাতে আল্লাহ্‌কে দেখা যাবে কুরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী মাখলুক নয় এবং নিশ্চয়ই ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকৃতি। (ইবনু তাইমিয়্যার লিখিত কিতাবুল ঈমান- ৩৫০-৩৫১)

তিনি আরো বলেন :

নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ ঈমানগণ প্রত্যেকেই আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং তারা বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম মাখলুক বা সৃষ্ট নয়,

তারা আরো বলেন : আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে। আর এটা-ই হলো সাহাবা, তাবেয়ীনদের মাযহাব এবং এটাই হলো ঐ সমস্ত ইমামদের মাযহাব যাদেরকে অনুসরণ করা হয় যেমন- মালিক ইবনু আনাস, সাওরী, লাইস ইবনু সা'দ, আওযায়ী, আবূ হানীফাহ্, শাফেয়ী এবং আহমাদ (রহ্:)।

(মিনহাজুস সুন্নাহ- ২/১০৬)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহ্:)-কে ইমাম শাফেয়ীর 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি এ কথা বলে উত্তর দিলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-এর 'আক্বীদাহ্ এবং উম্মাতের সালাফদের যেমন- মালেক, সাওরী, আওযায়ী, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই এদের 'আক্বীদাহ্ ঐ সমস্ত শাইখদের 'আক্বীদার অনুরূপ যাদেরকে অনুসরণ করা হয়। যেমন- ফুযাইল ইবনু ইয়াজ, আবূ সুলাইমান আদ দারানী, সাহল ইবনু 'আবদুল্লাহ আত্ তুসতুরী এবং অন্যান্যরা।

এ সকল ইমামগণ এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য ইমামগণের মাঝে উসুলুদ দ্বীন এর 'আক্বীদার ব্যাপারে কোন বিরোধ বা মতপার্থক্য ছিল না। অনুরূপ ছিলেন ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)। তাওহীদ, তাকদীর এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফার 'আক্বীদাহ্ ছিল এ সমস্ত 'আলিমদের মত যাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের 'আক্বীদাহ্ ছিল সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীগণের 'আক্বীদার অনুরূপ। সাহাবী এবং তাবেয়ীদের 'আক্বীদাহ্ ছিল যা কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত রয়েছে। **(মাজমূউল ফাতওয়া- ৫/২৫৬)**

আর ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার এ কথাটিই আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন : আমাদের মাযহাব হবে সালাফদের মাযহাব। (অর্থাৎ- আল্লাহর সাথে তার সিফাতসমূহকে সাদৃশ্য, পরিবর্তন, তুলনা ছাড়াই সাব্যস্ত করতে হবে। যেমন- سميع তিনি অধিক শুনেন, বলা যাবে না তিনি মাখলুকের মতো শুনেন)। আর এটাই হলো ইসলামের ইমামদের মাযহাব। যেমন- মালিক, শাফেয়ী, সাওরী, ইবনুল মুবারাক এবং ইমাম আহমাদ অন্যান্যরা। কেননা এ সকল ইমামদের মাঝে উসূলুদ দ্বীন এর 'আক্বীদার ব্যাপারে কোন মত বিরোধ ছিল না। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)। কারণ তার 'আক্বীদাহ্ হলো এ সকল ইমামদের 'আক্বীদার অনুরূপ। যেটা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। **(কতফুস সামার- পৃ: ৪৭-৪৮)**

দ্বিতীয় আলোচনা

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর 'আক্বীদাহ্

(ক) তাওহীদের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর 'আক্বীদাহ্ :

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর 'আক্বীদাহ্ এবং তাওয়াচ্ছলে শরয়ীর বর্ণনা এবং বিদ'আতী তাওয়াস্সুল বাতিল তার বর্ণনা :

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : কারো জন্য ঠিক হবে না যে, সে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে দু'আ করুক। অর্থাৎ- আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে দু'আ করা জায়িয নেই। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে সুতরাং তোমরা তাকে সে সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তার নাম বিকৃত করে, অচিরেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে"– **(সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৮০)। (দুররুল মুখতার [রদ্দুল মুখতার-এর হাশিয়া] ৬/৩৯৬-৩৯৭)**

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আমি অপছন্দ করি কোন দু'আকারী বলে যে, আমি তোমার কাছে অমুক ব্যক্তির অধিকারে অথবা তোমার নাবীগণের অধিকারে এবং তোমার রাসূলগণের অধিকারে, বাইতুল হারামের অধিকারের ওয়াসিলায় তোমার কাছে চাচ্ছি। **(প্রমাণ : শরহু 'আক্বীদাতুত তহাবী- পৃ: ২৩৪, কারীব : শরহু ফিকসিল আকবার- পৃ: ১৯৮)**

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে আল্লাহর কাছে দু'আ করা কারো জন্য উচিৎ নয় এবং আমি এটা বলতেও অপছন্দ করি যে, بمعا قرالعز من عرشك. তোমার আরশের গিট বা গিরা বা সংযোগ স্থলের সম্মানের দ্বারা তোমার কাছে চাচ্ছি।[১]

---

[১] আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) এবং মুহাম্মাদ ইবনু হাসান এটা অপছন্দ করতেন যে, কোন ব্যক্তি এ বলে দু'আ করে– اللهم إني اسألك بمعقد العز من عرشك. "হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে তোমার আরশের গিট বা জোড়ার সম্মানের উসিলায় চাচ্ছি। কেননা এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আবূ ইউসুফ এ বিষয়ে জায়িয

(খ) قوله فی اثبات الصفات والرد علی الجهمیه. । আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত এবং জাহমিয়্যাহদের কথাকে প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে তার বাণীসমূহ :

তিনি বলেন : আল্লাহ মাখলুকদের অনুরূপ সিফাত গ্রহণ করেন না, আল্লাহর রাগ আল্লাহর খুশি এ দু'টি তার সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে তার কাইফিয়্যাত বর্ণনা করা যাবে না। আর এটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কথা। তিনি রাগ হন, খুশি হন। বলা যাবে না, তার রাগ হলো তার শাস্তি তার খুশি হলো তার সওয়াব। আমরা তার সিফাত ঐভাবে বর্ণনা করব যেভাবে তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন। তিনি এক, তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, ক্ষমতাধর, তিনি সবকিছু অধিক শুনেন সবকিছু অধিক দেখেন। তিনি অধিক জ্ঞাত। আল্লাহর হাত সবার হাতের উপর, তবে তার হাত মাখলুকের হাতের অনুরূপ নয় এবং তার চেহারা মাখলুকের চেহারার মতো নয়।

(আল ফিকহুল আবসাত- পৃ: ৫৬)

বলেছেন। কেননা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ রয়েছে। আল্লাহর রাসূল তার দু'আতে বলতেন– اللهم إنی اسألك بمعاقد العذ من عرشك ومنتهی الدحمة من کتابك. ।**(হাদীসটি রয়েছে : বাইহাক্বী, নাসবুর রইয়্যাহ- ৪/২৭২)**
ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) ও মুহাম্মাদ ইবনু হাসান অপছন্দ করেন যে, কোন ব্যক্তি এ বলে দু'আ করবে যে, اللهم إنی أسألك بمعقد العز من عرشك. "হে আল্লাহ! তোমার আরশের গিট বা সংযোস্থলের সম্মানের উসিলায় আমি তোমার কাছে চাই"। কেননা এ ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে প্রমাণ নেই।
কিন্তু আবূ ইউসুফ এটা জায়িয বলেছেন। কেননা এ ব্যাপারে সুন্নাহ রয়েছে। আর তাহলো নাবী ﷺ-এর কোন একটি দু'আ ছিল।

اللهم إنی أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهی الرحمة من کتابك.

হে আল্লাহ! তোমার আরশের গিট বা সংযোগস্থলের সম্মানের অসিলায় এবং তোমার কিতাবের রহমাতের শেষ সীমার অসিলায় তোমার কাছে চাচ্ছি। **('কিতাবুদ দা'ওয়াতিল কাবিরাহ'-তে ইমাম বাইহাক্বী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বানাইয়াতে রয়েছে- ৯/৩৮২, নাসবুর রবাত- ৪/২৭২)**
কিন্তু এ হাদীসটির সনদে তিনটি সমস্যা রয়েছে :
১। দাউদ ইবনু আবূ আসিম ইবনু মাস'উদ থেকে শুনার প্রমাণ পাওয়া যায় না।
২। 'আবদুল মালিক ইবনু জুরাইজ মুদাল্লাস এবং মুরসাল রাবী।
৩। 'উমার ইবনু হারুন منهم بالكذب. মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করে।

এ কারণে ইবনুল কায়্যিম জাওযী বলেন : هذا حديث موضوع بلا شك واسناده محبط كما ترى.
সন্দেহহীনভাবেই হাদীসটি মাওযূ'। আর এর সনদটি নিষ্ফল বা নষ্ট। যেমন তুমি দেখতেছ। **(বানায়াহ- ৯/৩৮২, আরো দেখুন : তাহজীবুত তাহজীব- ৩/১৮৯, ৬/৪০৫, ৭/৫০১, তাকরীব- ১/৫২০)**

তিনি আরো বলেন : "আল্লাহর হাত, চেহারা এবং নফস রয়েছে যেমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যা কিছু যেমন হাত, চেহারা, নাফস ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন সেটা হলো তার সিফাত তবে কারো সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না এবং বলা যাবে না তার হাত কুদরতি বা নি'আমাতী। কেননা এটা করলে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা হয় যেটা মু'তাজিলা এবং কাদরিয়ারা করে থাকে।"

(আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০২)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ আরো বলেন : "আল্লাহর জাতের বা সত্ত্বার ব্যাপারে কারো কথা বলা উচিৎ হবে না। বরং তার সিফাতকে ঐভাবে বর্ণনা করতে হবে যেভাবে তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বানিয়ে বাড়িয়ে বলা যাবে না। কেননা তিনি হচ্ছেন বারাকাতময় সবার উর্ধ্বে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। **(শরহে 'আক্বীদাহ্ আত্-ত্বহাবী- ২/৪৭২৭, তাহ্ক্বীক্ব : ড. তুরকী; জালাউল আইমাইন- পৃ: ৩৬৮)**

যখন ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-কে আল্লাহর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন তবে তার পদ্ধতি বা ধরণ বর্ণনা করা যাবে না।

('আক্বীদাতুল সালাফ আসহাবুল হাদীস- দারুস সালাফিয়া ছাপা, পৃ: ৪২, ইমাম বাইহাক্বীর আল-আসমা অস সিফাত- পৃ: ৪৫৬, শরহে 'আক্বীদাহ্ তহাবী- পৃ: ২৪৫, শরহে ফিকহুল আকবার- পৃ: ৬০)

তিনি আরো বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা উপর থেকে বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন, নিচ থেকে নয়। কেননা নিচ রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যতের কোন গুনের মধ্যে পড়ে না। **(দেখুন : আল ফিকহুল আবসাত- ৫১ পৃ:)**

তিনি আরো বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা রাগ হন এবং তিনি খুশিও হন তবে বলা যাবে না তার রাগ হলো কাউকে শাস্তি দেয়া। আর খুশি হলো কাউকে সওয়াব দেয়া। **(আল ফিকহুল আবসাত- পৃ: ৫৬)**

তিনি আরো বলেন : মাখলুক এবং মাখলুকের কোন কিছুর সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য করা যাবে না। আল্লাহর সিফাত ও নামসমূহ যেভাবে আছে সর্বদা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। **(আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০১)**

তিনি আরো বলেন : আল্লাহর সিফাতসমূহ মাখলুকের সিফাতের বিপরিত। তিনি জানেন সেটা আমাদের জানার মতো নয়, তার ক্ষমত রয়েছে সেটা আমাদের কুদরত বা ক্ষমতার মতো নয়। তিনি দেখেন কিন্তু সেটা

আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি শুনেন, কথা বলেন আর সেটা আমাদের শুনা, কথা বলার মতো নয়। (আল ফিকহুল আকবার- ৩০২ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন : আল্লাহকে মাখলুকের গুণে গুণান্বিত করা যাবে না।
(আল ফিকহুল আবসাত- পৃঃ ৫৬)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানুষের কোন গুণের অর্থে গুণান্বিত করবে সে কুফরি করবে। (আলবানীর তা'লীককৃত 'আক্বীদাহ্ ত্বহাবী- পৃঃ ২৫)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) আরো বলেন : আল্লাহর জাত বা সত্ত্বাগত এবং কর্মগত গুণাবলী রয়েছে, সত্বাগত গুণাবলী হলো জীবিত, কুদরত বা ক্ষমতা, জ্ঞান কথা বলা, শুনা, দেখা এবং ইচ্ছা করা। আর কর্মগত গুণাবলী হলো, সৃষ্টি করা, রিয্ক দেয়া, তৈরি করা, বানানো ইত্যাদি কর্মগত সিফাত। যেগুলো সর্বদাই আল্লাহর নাম এবং সিফাতের সহিত বিদ্যমান।
(আল ফিকহুল আকবার- ৩০১ পৃঃ)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) আরো বলেন :

আল্লাহ সর্বদায় তার কর্মের মাধ্যমে কর্তা এবং ফেল বা কর্ম চিরন্তন একটি সিফাত বা গুণ। তাই কর্তা হলো আল্লাহ্ এবং কৃতকাজ হলো মাখলুক। আর আল্লাহর কর্ম বা কাজ গাইর মখলুক। (আল ফিকহুল আকবর- ৩০১ পৃঃ)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) আরো বলেন : যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ্ আসমানে আছেন নাকি যমীনে আছেন তা আমি জানি না তাহলে সে কুফরী করবে। অনুরূপভাবে যে বলবে আল্লাহ আরশে আছেন কিন্তু তার আরশ আসমানে নাকি যমীনে তা আমি জানি না সেও কুফরী করলো। (আল ফিকহুল আবসাত- পৃঃ ৪৬; মাজমুউ ফাতওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ্- পৃঃ ৫/৪৮)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) ঐ মহিলাকে বলেছিলেন : বলেন যে, মহিলা তাকে প্রশ্ন করেছিল তুমি যে ইলাহর 'ইবাদাত করো তিনি কোথায়? আবূ হানিফাহ্ বললেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমানে রয়েছেন, যমীনে নয়। অতঃপর তাকে এক ব্যক্তি বলল : তাহলে আল্লাহ ত'আলার বাণী : " وهو معكم" তিনি তোমাদের সাথে আছেন। এ কথার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন : এ কথাটা তোমার ঐ কথাটির মত যে, তুমি কাউকে লিখো যে, আমি তোমার সাথে আছি"। অথচ তুমি তার সাথে নেই।
(আল আসমাহ্ অসসিফাত- পৃঃ ৪২৯ এবং ২/১৭০)

অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আল্লাহর হাত সবার হাতের উপর তবে তার হাত মাখলুকের হাতের মতো নয়।

(আল ফিকহুল আবসাত- পৃ:- ৫৬)

তিনি বলেন : আল্লাহ্ তার কথা দ্বারাই কথা বলেন এবং কথা বলো তার অবিনশ্বরীয় সিফাত। (আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০১)

তিনি বলেন : আল্লাহ কথা বলেন তবে সেটা আমাদের কথা বলার মতো নয়। (আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০২)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার কথা শুনেছেন। যেমন- আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

"আল্লাহই মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কথা বলছেন।"(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৬৪)

আল্লাহই মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কথা বলে ছিলেন। মূসা আলায়হিস্ সালাম কথা বলেননি। (আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০২)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : কুরআন আল্লাহর কালাম সেটা (مصحف) মুসহাফ আকারে লিখিত রয়েছে এবং অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে। জিহ্বা দ্বারা পড়া হয় এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০১)

তিনি আরো বলেন : কুরআন মাখলুক নয় : "القرآن غير مخلوق"।

(আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০১)

(গ) তাকদীর সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফার বাণী :

এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর নিকট এসে তাকদীর সম্পর্কে ঝগড়া করতে লাগল। ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) তাকে বললেন : তুমি কি জানো না যে, তাকদীর সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা ব্যক্তি সূর্যের দিকে তাকানো ব্যক্তির মতো। যতই সে সূর্যের দিকে তাকাতে থাকবে ততই সে দিশেহারা বা পেরেশান হয়ে যাবে। (কলায়িদু উকুদিল ইয়ান- ق - ৭৭ - ب)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু হওয়ার পূর্ব থেকেই জানেন। (আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০২-৩০৩)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বিলুপ্ত, অস্তিত্বহীন বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে জানেন। বস্তুটি যখন অস্তিত্ব লাভ করবে তখন কেমন হবে তিনি তাও জানেন। আর অস্তিত্বে বিদ্যমান বস্তুসমূহ কোন অবস্থায় আছে এবং কিভাবে সেটা ধ্বংস হবে আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন।

(আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০২-৩০৩)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ বলেন : "সমস্ত কিছুর তাকদীর আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন"। **(আল ফিকহুল আকবার- পৃ: ৩০২)**

তিনি আরো বলেন : "আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ্ কলমকে লেখার আদেশ করলেন। কলম বলল : হে আমার রব! আমি কী লিখব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবকিছু লিপিবদ্ধ করো। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ○ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾

"তাতে সমস্ত কার্যকলাপ 'আমালনামায় আছে। ছোট বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।" **(সূরাহ্ আল ক্বামার ৫৪ : ৫২-৫৩; আল ওসিয়্যাতু মাআ শরহিহা- পৃ: ২১)**

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) আরো বলেছেন : দুনিয়াতে এবং আখিরাতে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না, হবেও না। **(আল ফিকহুল আকবার- ৩০২ পৃ:)**

তিনি আরো বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনুরূপ কোন বস্তু থেকে নয়। **(প্রমাণ : আল ফিকহুল আকবার- ৩০২ পৃ:)**

তিনি আরো বলেন : وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق. আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সৃষ্টি করার পূর্বে থেকেই খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। **(আল ফিকহুল আকবার- ৩০৪ পৃ:)**

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেছেন : আমরা স্বীকৃতি দেব যে, বান্দা তার 'আমাল, স্বীকৃতি এবং তার জানার সহিত সে মাখলুক। সুতরাং কর্তাই যখন মাখলুক তখন তার কর্ম মাখলুক হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(প্রমাণ : আল ওয়াসীয়্যাতু মআ শরহিহা- ১৪ পৃ:)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেছেন : বান্দার সকল কর্ম যেমন- লড়াচড়া, চুপ থাকা ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে তাদের অর্জন। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কর্ম সৃষ্টি করেছেন এবং সে কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছায়ধীন, তার জ্ঞানে রয়েছে, তার ফয়সালায় হয় এবং তিনি যে তাকদীর রেখেছেন সে তাকদীর অনুযায়ী হয়।

আর আল্লাহ্ তা'আলাকে সকল প্রকার অনুগত্য করা তার নির্দেশের কারণে, তার ভালবাসার কারণে, তার সন্তুষ্টির কারণে এবং তার জ্ঞানের কারণে ওয়াজিব।

আর তার ফয়সালা, তার ইচ্ছা করা, তার তাকদীর নির্ধারন করা এগুলো তার ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও আদেশের কারণে নয়। (প্রমাণ : আল ফিকহুল আকবার- ৩০৩ পৃ:)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে ঈমান এবং কুফরি থেকে নিরাপদ সৃষ্টি করেছেন বা ইসলামের ফিতরতের উপর সৃষ্টি করেছেন। এরপর ঈমান ও কুফরী সৃষ্টি করে মাখলুককে আদেশ ও নিশেধ করেছেন। সুতরাং কেউ তার কুফরী কর্মকাণ্ড দ্বারা কাফির বা অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহকে অস্বীকার করা ও তাকে অবিশ্বাস করা তাকে অপমান করার শামিল। আর কেউ তার কর্ম দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে বা মু'মিন হয়েছে।

আল্লাহকে স্বীকার করা এবং তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া আল্লাহর তাওফীক্বেই হয়ে থাকে। আর এটা আল্লাহকে সমর্থন দেয়ারই শামিল।

(আল ফিকহুল আকবার- ৩০২-৩০৩ পৃ:)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আদাম সন্তানকে তার পিঠ থেকে অনুর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে ঈমান আনার আদেশ এবং কুফরী থেকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা আল্লাহর জন্য রবু বিয়্যাতকে স্বীকার করে নিলো। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে পরবর্তীতে তারা ঐ ফিতরতের উপর জন্ম গ্রহণ করতে লাগল। আর যে কুফরী বা অস্বীকার করেছে সে এর পরেও কুফরী করেছে। সুতরাং অবশ্যই সে তার দ্বীন পরিবর্তন করেছে।

তাই যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে সে ঐ ঈমানের উপর দৃঢ় এবং অবিচল থেকেছে।

(প্রমাণ : আল ফিকহুল আকবার- ৩০২ পৃ:)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : তিনিই আল্লাহ্ যিনি সকল জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন। দুনিয়াতে ও আখিরাতে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না এবং হবেও না।

তার জ্ঞান, তার ফয়সালা, তার কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর এবং তার কিতাবসমূহ লাওহে মাহফুজে রয়েছে। (আল ফিকহুল আকবার- ৩০২ পৃ:)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুককে কুফরি বা ঈমানের প্রতি জবরদস্তি করেননি। বরং তাদেরকে কর্মের ইচ্ছাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফরী বান্দার কর্ম। আর যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় কুফরী করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কাফির হিসেবেই জানবেন। এরপর যদি সে ঈমান আনে আল্লাহ তাকে মু'মিন হিসেবেই জানবেন। তিনি তাকে ভালবাসবেন, তবে এমন নয় যে তার জ্ঞানের পরিবর্তনের কারণে এটা হবে। (আল-ফিকহুল আকবার- পৃঃ ৩০৩)

(ঘ) ঈমান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর বাণীসমূহ :

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেছেন : 'ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের বিশ্বাস'। (প্রমাণ : আল ফিকহুল আকবার- ৩০৪ পৃঃ)

তিনি আরো বলেছেন : ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের বিশ্বাস শুধুমাত্র মুখের স্বীকৃতিকেই ঈমান বলা যাবে না।

(কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ মায়া শরহিহা- পৃঃ ২)

ইমাম ত্বহাবী এ কথাটিকে ইমাম আবূ হানিফাহ্ এবং তার দু' ছাত্রের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। (তহাবীর শরাহ- ৩৬০ পৃঃ)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেছেন : "ইমাম বাড়েও না এবং কমেও না"। (কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ মায়া শরহিহা- পৃঃ ৩)

আমি বলছি, ইমাম আবূ হানিফার ঈমান না বাড়া ও না কমার কথা এবং অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান নাম করণ করা এবং প্রকৃত ঈমানের সংজ্ঞা থেকে 'আমাল বের হয়ে যাওয়া এগুলোই হলো ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর 'আক্বীদাহ্ এবং অন্যান্য সকল ইমামগণদের 'আক্বীদাহ্ যেমন- মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসাহাক, বুখারী (রহ্:) এবং অন্যান্য ইমামগণ, (আর এদের সাথেই হাক্ব রয়েছে) এদের 'আক্বীদাহ্ এর মাঝে পার্থক্যকারী।

ইবনু 'আবদুল বার ইবনু আবিল ইজ্জু বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) তার এ কথা থেকে ফিরে এসেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। (ইবনু আবদিল বার-এর আত্ তামহীদ- ৯/২৪৭, শরহে 'আক্বীদাহ্ আত্ তহাবীয়্যাহ- ৩৯৫ পৃঃ)

(ঙ) সাহাবী (রহ্:)-গণ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফার বাণীসমূহ :

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) বলেন : "রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্যকিছু আমরা আলোচনা করব না।

(প্রমাণ : আল ফিকহুল আকবার- ৩০৪ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন থেকে আরেকজনকে পবিত্র বা দায়মুক্ত মনে করব না এবং একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে বন্ধু ভাববো না। **(প্রমাণ : আল ফিকহুল আবসাত- ৪০ পৃঃ)**

আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) আরো বলেন : রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের (সাহাবীদের) এক ঘণ্টা বা এক মুহূর্ত সময় কাটানো আমাদের সারা জীবনে 'আমাল করার চেয়ে উত্তম যদিও আমাদের কারো বয়স দীর্ঘায়িত হয়।

(প্রমাণ : মাক্কীর মানাকিবু আবি হানিফাহ্- ৭৬ পৃঃ)

আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) বলেছেন : আমরা এটা স্বীকার করব যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর এ উম্মাতের মধ্যে সর্বউত্তম হলো আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(আল ওয়াসিয়্যাতু মায়া শরহিহা- পৃঃ ১৪)

তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলো আবূ বক্‌র সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। আমরা সহাবী (রহ্ঃ)-দের ব্যাপারে সুন্দর বা ভাল আলোচনা ছাড়া অন্য আলোচনা থেকে বিরত থাকব।

(আল ওয়াসিয়্যাতু মায়া শরহিহা- পৃঃ ১৪)

(চ) দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করা এবং বিবাদ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফার নিষেধ :

আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) বলেন : বাসরাতে মনের প্রবৃত্তির উপর কথা বলার লোক অনেক আছে, আমি বিশ বা তার অধিকবার বাসরাতে গিয়েছি এবং কখনো কখনো আমি এক বছর বা তার বেশি সময় সেখানে অবস্থান করেছি। তবে কম সংখ্যক লোকই মনে করে ইলমূল কালাম বা যুক্তি তর্কটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। **(প্রমাণ : আল্লামা কারদীর মানাকিবু আবি হানিফ- পৃঃ ১৩৭)**

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) বলেন : আমি এক সময় যুক্তি তর্কের ব্যাপারে গভেষণা বা অনুসন্ধান করে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি যে যুক্তি তর্কের বিষয়ে লোকজন আঙ্গুল দ্বারা আমার দিকে ইশারা করত।

আমরা হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলাইমান-এর মাজলিসের নিকটবর্তী বসতাম। একদা আমার নিকট একজন মহিলা আসলেন এবং বললেন : এক ব্যক্তির একজন দাসী স্ত্রী আছে। লোকটি তাকে এক বছরের জন্য ত্বালাক্ব দিতে চায়। সে এখন কত ত্বালাক্ব দিবে?

আমি তাকে এ বিষয়ে কিছু বলার ইচ্ছা করিনি। অতঃপর তাকে বললাম : তুমি হাম্মাদকে এ প্রশ্নটি করো। অতঃপর ফিরে এসে সে যা বলেছে তা আমাকে বলবে। সে হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর হাম্মাদ বলল : হায়েয এবং সহবাস থেকে মুক্ত অবস্থায় লোকটি তার স্ত্রীকে এক ত্বালাক্ব দিবে।

অতঃপর তাকে দু' হায়িয পর্যন্ত ছেড়ে দিবে। (দু' হায়িয পর) স্ত্রী গোসল করলে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল হবে।

মহিলাটি ফিরে এসে আমাকে এগুলো বলল। আমি মনে মনে বললাম তর্ক-বিতর্ক করার আমার প্রয়োজন নেই এবং আমি আমার দু' জুতো নিয়ে হাম্মাদের মজলিসে বসলাম। **(প্রমাণ : তারিখে বাগদাদী- পৃঃ ১৩/৩৩৩)**

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ‘আম্র ইবনু ‘উবাইদ-এর উপর অভিশম্পাত করুক। কেননা সে তর্ক-বিতর্কের একটি পথ খুলে দিয়েছে যার মধ্যে কোন উপকার নেই।

(প্রমাণ : হারুবীর জাম্মুল কালাম- ২৮-৩১ পৃঃ)

❑ এক ব্যক্তি আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যুক্তি তর্কের ব্যাপারে যারা নতুন কিছু উদ্ভাবন করে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন : তোমার উপর দার্শনিকের প্রবন্ধ প্রভাব ফেলেছে। সকল নতুন কিছু থেকে বিরত থাকো কেননা সেটাই বিদ'আত। **(হারুবীর জাম্মুল কালাম- ب/১৯৪)**

হাম্মাদ ইবনু আবূ হানিফাহ্ বলেন : একদা আমার পিতা আমার গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমার নিকট যুক্তিতর্কবীদের একটি দল ছিল আমরা একটি বিষয়ে (তর্ক-বিতর্ক) আলোচনা করছিলাম এবং আমাদের শব্দ উচু হয়েছিল।

যখন আমি ঘরের কাছে তার উপস্থিতি টের পেলাম আমি তার দিকে বেরিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : তোমার নিকট কে হে হাম্মাদ? আমি বললাম : অমুক, অমুক ব্যক্তি যারা আমার কাছে ছিল আমি তাদের নাম বললাম।

তিনি আমাকে বললেন : কি বিষয় নিয়ে তোমরা আলোচনা করছ্?

আমি বললাম : অমুক, অমুক বিষয় আমরা আলোচনা করছি।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন : হে হাম্মাদ তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দাও।

আমি তাকে বললাম : হে আমার পিতা আপনি কি আমাকে এ বিষয়ে এ রকম আদেশ করেননি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, করেছি, হে আমার সন্তান। আর আজকে এ বিষয় থেকে তোমাকে আমি নিষেধ করছি।

আমি বললাম : এটা কেন?

সে বলল : হে আমার সন্তান! নিশ্চয় এ বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদকারীরা যাদেরকে তুমি দেখতে পাচ্ছ।

তারা একই কথা ও একই দ্বীনের উপর ছিল। অতঃপর শাইত্বান তাদেরকে প্ররোচনা করল এবং তাদের মাঝে শত্রুতা ও ইখতিলাফ সৃষ্টি করে দিলো। তাই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

(প্রমাণ : আল্লামা মাক্কীর মানাকিবু আবি হানিফাহ্- পৃ: ১৮৩-১৮৪)

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) আবূ ইউসুফকে বলেন :

সাধারণ মানুষদেরকে উসূলুদ দ্বীন সংক্রান্ত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকো। কেননা তুমি যদি এটা করো তাহলে তারা তোমার তাকলীদ করবে এবং তারা এ বিষয় নিয়েই ব্যাস্ত থাকবে।

(প্রমাণ : মাক্কীর মানাকিবু আবি হানিফাহ্- পৃ: ৩৭৩)

এগুলোই হলো ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর বাণী এবং উসূলুদ দীনের ব্যাপারে তার 'আক্বীদাহ্সমূহ। ইলমুল কালাম এবং মুতাকাল্লিমিনদের ব্যাপারে তার অবস্থান।

তৃতীয় আলোচনা

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহ্:)-এর 'আক্বিদাহ্সমূহ

(ক) তাওহীদের ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ্:)-এর বাণীসমূহ :

হারুবী ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম শাফেয়ী বলেন : ইমাম মালিক (রহ্:)-কে তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন : এটা মনে করা অসম্ভব যে, নাবী ﷺ তার উম্মদেরকে ইনতেনজা শিক্ষা দিয়েছেন অথচ তাওহীদ শিক্ষা দিবেন না? (অর্থাৎ- যে নাবী তার উম্মাতকে ইসতেনজা শিক্ষা দিয়েছেন তিনি অবশ্যই তাওহীদও শিক্ষা দিয়েছেন)।

আর তাওহীদ হলো : নাবী ﷺ বলেছেন :

أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله .

লা- ইলাহা ইল্লাল্লা না বলা পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। **(বুখারী, মুসলিম)**

সুতরাং যারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে তাদের যান, মাল এর দ্বারা রক্ষা পাবে। আর এটা (লা- ইলাহা ইল্লাল্লা)-ই হলো প্রকৃত তাওহীদ।

(জাম্মুল কালাম- ২১০-ق)

ইবনু আবদিল বার বলেন : ইমাম মালিক (রহ্:)-কে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহকে কি ক্বিয়ামাতের দিন দেখা যাবে? ইমাম মালিক বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

"সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" **(সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ্ ৭৫ : ২২-২৩)**

আল্লাহ্ অন্য এক সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾

"কখনই না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে আড়ালকৃত থাকবে।" (সূরাহ্ আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৫; আল ইনতিকা- পৃ: ৩৬)

কাযী ইয়ায তারতীবিল মাদারেক এ উদ্ধৃতি করেছেন ইবনু নাফি' এবং আশহাব থেকে তারা দু' জনে বলেছেন, হে আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম মালিকের কুনিয়াত) ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে"– **(সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ্ ৭৫ : ২২-২৩)।**

তারা কি সেদিন আল্লাহকে দেখবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ দু' চোখ দিয়ে দেখবে। অতঃপর আমি তাকে বললাম, কিছু লোক বলে থাকে আল্লাহকে দেখবে না। বরং আয়াতে ناظرة বা দেখার অর্থ হলো তারা সওয়াবের অপেক্ষা করবে। ইমাম মালিক বলেন : তারা মিথ্যা বলেছে বরং তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। তুমি কি মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে বলতে শুননি :

﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও আমি তোমাকে দেখব।"
(সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৪৩)

তোমরা অভিমত কি মূসা আলায়হিস্ সালাম কি তার রবের কাছে অসম্ভব জিনিস চেয়েছে?

অতঃপর আল্লাহ্ বললেন : ﴿لَن تَرَانِي﴾ "কখনো তুমি আমাকে দেখতে পারবে না"– **(সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৪৩)।**

অর্থাৎ- দুনিয়াতে দেখতে পারবে না। কেননা (দুনিয়া হলো دار فناء বা ধ্বংসের ঘর।) দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যা বাকী থাকবে তাকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জিনিস দেখবে না, আর যখন চিরস্থায়ী ঘরে চলে যাবে তখন যা বাকী রয়েছে সেটাকে দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾

"কখনোই না। অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে আড়ালকৃত থাকবে।" **(সূরাহ্ আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৫)**

আবূ নায়ীম জা'ফার ইবনু 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা একদা মালিক ইবনু আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট ছিলাম, অতঃপর এক ব্যক্তি এসে বলল : হে আবূ 'আবদুল্লাহ! রহমান তথা আল্লাহ আরশে সমাসীন রয়েছেন। কিন্তু কিভাবে সমাসীন রয়েছেন?

ইমাম মালিক এ মাসআলাতে যতটুকু অপছন্দ বা রাগ করেছেন অন্য কোন ক্ষেত্রে তিনি এতটা অপছন্দ বা রাগ করেননি। লিসানুল আরবে- ৩/৪৪৬ পৃঃ রয়েছে– ইমাম মালিক (রহ্ঃ) ঐ ব্যক্তির উপর প্রচুর রাগ করলেন। এমনকি তার শরীর দিয়ে ঘাম ঝড়তে লাগল।

অতঃপর তিনি নিচে (যমীনে) তাকিয়ে রইলেন এবং তিনি তার হাতের মধ্যে মাটি খুচতে বা আচড়াতে লাগলেন। অতঃপর ঘাড় উঠালেন অতঃপর মাথা উঠালেন এবং একটি কাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : কাইফিয়াত বা পদ্ধতি অজ্ঞাত, আর استواء বা সমাসীন হওয়াটা জ্ঞাত, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আমি মনেকরি তুমি একজন বিদ'আতী। অতঃপর ঐ লোকটিকে বের করে দিতে বললেন, তাই তাকে বের করে দেয়া হলো।

(আল হুলইয়া- ৬/৩২৫-৩২৬, 'আক্বীদাতুস সালাফী আসহাবিল হাদীস সবুর্ণী লিখেছেন- পৃঃ ১৭-১৮, ইমাম বাইহাক্বীর আল আসমা অস সিফাত- পৃঃ ৪০৮, তামহীদ- ৭/১৫১)

আবূ নায়িম ইয়াহইয়া ইবনু রবী থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন, আমি একদা মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল হে আবূ 'আবদুল্লাহ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যে বলে কুরআন হলো মাখলুক?

ইমাম মালিক (রহ্ঃ) বললেন : নাস্তিক! তাকে তোমরা হত্যা করো। অতঃপর লোকটি বলল : হে আবূ 'আবদুল্লাহ আমি ঐ কথাটিই বর্ণনা করেছি যা আমি শুনেছি। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ্ঃ) বললেন : তুমি ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের কথা শুনিনি এটা অনেক বড় একটা কথা।

(আল হুলইয়া- ৬/৩২৫, লালিকায়ির শরহে উসূলু ইতিকাদি আহলুস সুন্নাহ আল জাম'আত- ১/২৪৯, কাজী ইয়াজের তারতীবুল মাদারিক- ২/৪৪)

ইবনু আবদিল বার 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফী' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মালিক ইবনু আনাস বলতেন, যে বলবে কুরআন হলো মাখলুক তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে।

(আল ইনতিকা- পৃঃ ৩৫)

ইমাম আবূ দাঊদ 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফী' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইমাম মালিক বলেছেন : আল্লাহ হচ্ছেন আসমানে আর তার জ্ঞান সব জায়গায় বিরাজমান। ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। **(মাসায়িলি ইমাম আহমাদ- পৃঃ ২৬৩, আস সুন্নাহ- ১১, ইবনু আব্দিল বার বর্ণনা করেছে আত্ তামহিদ- ৭/১৩৮)**

(খ) তাকদির সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ্:)-এর বাণীসমূহ :

আবূ নায়িম ইবনু ওহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি ইমাম মালিক (রহ্:)-কে শুনেছি, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন : তুমি গতকালকে তাকদির সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছ? লোকটি বলল : হ্যাঁ, ইমাম মালিক (রহ্:) বললেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতাম কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য : আমি নিশ্চয়ই জিন্ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ ৩২ : ১৩)

সুতরাং এটাই হবে যা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন।(আল হুলইয়া- ৬/৩২৬)

কাযী ইয়ায বলেন : ইমাম মালিক (রহ্:)-কে কাদরিয়াদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা? তিনি বললেন : তারা বলে (আল্লাহ্) তিনি কোন মায়াসী বা অপরাধ সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে আবার কাদরিয়াদের পরিচয় জানতে চাওয়া হলো : তিনি বললেন : তারা হলো ঐ সম্প্রদায় যারা বলে নিশ্চয়ই কাজের ক্ষমতা মানুষের নিকটে তারা যদি চায় আনুগত্য করবে যদি চায় অবাধ্য হবে। (তাকদীর বলতে কিছু নেই)। (তারতীবুল মাদারিক- ২/৪৮, উসূলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত- ২/৭০১)

ইবনু আবী আসেম সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল জাব্বার থেকে বর্ণনা করেছেন : আমি মালিক ইবনু আনাস [illegible]-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : কাদরিয়াদের সম্পর্কে আমার অভিমত হলো, যদি তারা তাওবাহ্ করে তাহলে তাদের তাওবাহ্ গ্রহণ করা হবে অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে।

(আস্ সুন্নাহ [ইবনু আবী আসিম-এর]- ১/৮৭-৮৮, আল হুলইয়া- ৬/৩২৬)

ইবনু 'আবদুল বার বলেন, মালিক (রহ্:) বলেছেন, আমি কাদরিয়্যাদের কাউকেই নির্বোধ ও বোকা ছাড়া কিছুই দেখিনি। (আল ইনতিকা- পৃ: ৩৪)

ইবনু আবি আসেম মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ তরতরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মালিক ইবনু আনাসকে কাদরিয়াদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো?

তিনি তিলাওয়াত করলেন : ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ﴾ "মু'মিন বান্দা মুশরিক থেকে উত্তম"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২১)।

(ইবনু আবি আসিম-এর আস সুন্নাহ- ১/৮৮, আল হুলইয়া- ৬/৩২৬)

কাযী ইয়ায বলেন, মালিক (রহ্:) বলেন : যে কাদরিয়া বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে এবং খারেজী, রাফেজীদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা জায়িয নেই। (তারতীবুল মাদারীক- ২/৪৭)

কাযী ইয়ায বলেন : মালিক (রহ্:)-কে কাদরিয়াদের অনুসারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমরা কি তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকব?

তিনি বললেন : হ্যাঁ! যদি সে তার উপর অটল থাকে।

অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, তাদের পিছনে সলাত আদায় করা যাবে না, তাদের বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণ করা যাবে না এবং যদি তোমরা তাদের সাথে কোন গর্তে একত্রিত হও তাহলে তাদেরকে তা থেকে বের করে দাও।

(তারতীবুল মাদারিক- ২/৪৭)

(গ) ঈমান সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ্:)-এর বাণীসমূহ :

ইবনু আবদিল বার 'আবদুর রায্‌যাক ইবনু হুমাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইবনু জুরাইজ, সুফিয়ান সাওরী, মা'মার ইবনু রাশিদ, সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ এবং মালিক ইবনু আনাস এদেরকে বলতে শুনেছি তারা বলেন : الايمان قول وعمل يزيد وينقص. ঈমান হলো ক্বওল বা মুখের স্বীকৃতি এবং 'আমাল বা কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। আর ঈমান বাড়ে এবং কমে।

(আল ইনতিকা- ৩৪ পৃ:)

আবূ নায়িম 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ইমাম মালিক (রহ্:) বলতেন : الايمان قول وعمل. ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং কাজ দ্বারা বাস্তবায়ন করা। (আল হুলইয়া- ৬/৩২৭)

ইবনু 'আবদুল বার আশহাব ইবনু 'আবদুল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন, ইমাম মালিক (রহ্:) বলেছেন : লোকেরা ১৬ মাস যাবত বাইতুল মাকদাস-এর দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতে ছিল। অতঃপর তাদেরকে বাইতুল হারাম বা ক্বা'বাহ্-এর দিকে মুখ করে সলাত আদায় করার আদেশ দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করতে চান না।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩)

অর্থাৎ- বাইতুল মাকদাসের দিকে তোমাদের সলাতকে নষ্ট করতে চান না। আয়াতে সলাতকে ঈমান বলা হয়েছে।

ইমাম মালিক বলেন : আর এর দ্বারা আমি তোমাদের কাছে মুরজিয়াদের কথা উল্লেখ করব। তারা বলে ان الصلاة ليس من الايمان নিশ্চয়ই সলাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আল ইনতিকা- পৃঃ ৩৪)

(ঘ) সাহাবীদের সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ্‌:)-এর উক্তিসমূহ :

আবূ নায়িম 'আবদুল্লাহ আল আনবারী থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : মালিক ইবনু আনাস বলেছেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীকে নিন্দা করে বা দুর্ণাম করে অথবা তার অন্তরে সাহাবীদের ব্যাপারে কোন বিদ্বেষ রয়েছে তাহলে মুসলমানদের (فَيْءِ) ফাইয়ে তার কোন অধিকার নেই।

অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী তিলাওয়াত করলেন :

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।" (সূরাহ্‌ আল হাশ্‌র ৫৯ : ১০)

সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে নিন্দা করবে অথবা তার অন্তরে সাহাবীদের ব্যাপারে কোন বিদ্বেষ রাখবে, মুসলমানদের ফাইয়ে তার কোন অধিকার নেই। (আল হুলইয়া- ৬/৩২৭)

আবূ নায়িম যুবাইর (রহ্‌:)-এর কোন সন্তান থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন, আমরা একদা মালিক ইবনু আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর লোকজন এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করল যে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের নিন্দা বা দুর্ণাম করে। অতঃপর ইমাম মালিক এ আয়াত পাঠ করলেন :

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

অর্থ : "মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল : আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের ন্যায়, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্প হয় এবং পরে কান্তের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেছেন।" **(সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ২৯)**

তারপর ইমাম মালিক (রহ্:) বললেন : যার অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের ব্যাপারে ক্রোধ রয়েছে সে এ আয়াতের আওতায় পরে যাবে। **(আল হুলইয়া- ৬/৩২৭)**

কাযী ইয়ায আশহাব ইবনু 'আবদুল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : একদা আমরা ইমাম মালিক (রহ্:)-এর নিকট ছিলাম। ঠিক সে সময় 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশীয় (যারা ইমাম মালিক-এর মাজলিসে আগমন করত) কোন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলো। সে ইমাম মালিক (রহ্:)-কে ডাকলেন : হে আবূ 'আবদুল্লাহ! ইমাম মালিক (রহ্:) তাঁর দিকে দেখলেন। আর ইমাম মালিক (রহ্:)-কে কেউ ডাকলে তিনি সম্পূর্ণ মাথা না ঘুরিয়ে তার ডাকে সাড়া দিতেন না।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাকে বলল : আমি আমার এবং আল্লাহর মাঝে (কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে) আপনাকে প্রমাণ হিসেবে রাখতে চাই। আমি যে বিষয়ের উপর আছি সে বিষয়ে কেউ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি যেন বলতেপারি ইমাম মালিক আমাকে এটা বলেছেন।

ইমাম মালিক (রহ্:) বললেন : বলো!

লোকটি বলল : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর কে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি?

ইমাম মালিক বললেন : আবূ বক্‌র।

লোকটি বলল : তারপর কে?

মালিক বললেন : 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু।

লোকটি বলল : তারপর কে?

ইমাম মালিক বললেন : তারপর যে খালিফাকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

'আলী বংশীয় লোকটি বলল : আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো আপনার সাথে উঠাবসা করব না।

ইমাম মালিক তাকে বললেন : এটা তোমার ইচ্ছা বা পছন্দ।

(প্রমাণ : তারতীবুল মাদারিক- ২/৪৪-৪৫)

(৬) দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মনগড়া কথা বলা বা যুক্তিতর্ক করা এবং ঝগড়া করা সম্পর্কে ইমাম মালিকের নিষেধাজ্ঞা।

ইবনু 'আবদুল বার মুসআব ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আয্ যুবাইরী থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : মালিক ইবনু আনাস বলতেন দ্বীনের ব্যাপারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা বা (নিজের মনগড়া কথা বলা) আমি অপছন্দ করি। আর আমাদের শহরের লোকজনও এটাকে অপছন্দ করে এবং এ থেকে বিরত থাকতে বলেন —যেমন জাহমিয়্যাহ, কাদরিয়া এবং এদের অনুরূপ অন্যান্য দলের রায়ের ব্যাপারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনা করা বা (অহেতুক কথাবার্তা বলা)।

সুতরাং দ্বীন এবং আল্লাহর ব্যাপারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন না করে এ ব্যাপারে চুপ থাকাটাই আমি পছন্দ করি। কেননা আমি দেখেছি আমাদের শহরের লোকজন ('আলিম উলামাগণ) দ্বীনের ব্যাপারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। তবে যার অধিনস্ত 'আমাল রয়েছে সেটা ব্যতীত।

(জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহী- ৪১৫ পৃঃ, ছাপা- দারুল কুতুব আল ইসলামি)

আবূ নায়িম 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি ইমাম মালিক (রহ্ঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : কেউ যদি শির্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার কবীরা গুনাহ্ করে। অতঃপর নিজের প্রবৃত্তি বা খেয়াল খুশি মতো চলা এবং বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকে এবং দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক যুক্তিতর্ক থেকে বিরত থাকে তাহলেও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(আল হুলইয়া- ৬/৩২৫)**

হারুবী ইসহাক ইবনু 'ঈসা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইমাম মালিক (রহ্ঃ) বলেছেন :

من طلب الدين بالكلام قزندق ومن طلب المال بالكيمياء اقلس ومن طلب غريب الحديث كذب.

যে ব্যক্তি ইলমুল কালাম বা যুক্তিতর্ক দ্বারা দ্বীন অন্বেষণ করবে সে নাস্তিক হবে। আর যে রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা সম্পদ অন্বেষণ করবে সে নিঃস্ব হবে, আর যে গারীব হাদীস অন্বেষণ করবে সে মিথ্যাবাদী হবে।

(জাম্মূল কালাম- أ - ১৭৭ - ق)

খাতীব বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই ইসহাক ইবনু 'ঈসা বলেছেন : আমি ইমাম মালিককে দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করাকে দোষণীয় মনে করতে শুনেছি এবং তিনি বলতেন :

كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلعم.

যখনই আমাদের নিকটে অন্য ব্যক্তি থেকে অধিক ঝগড়াটে কোন লোক আসে তখন সে চায় আমরা যেন জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যা নিয়ে এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করি। **(শরফু আসহাবিল হাদীস- পৃঃ ৫)**

হারুবী 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি ইমাম মালিকের নিকট গেলাম। তার নিকট একটি লোক ছিল যে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেছে। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ্ঃ) লোকটিকে বললেন, সম্ভবত তুমি 'আম্র ইবনু 'উবাইদ-এর অনুসারী। আর 'আম্র ইবনু 'উবাইদের উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাত বর্ষিত হোক। কেননা সে (দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা) এ বিদ'আতটি সৃষ্টি করেছে। যদি ইলমূল কালাম বা যুক্তি-তর্ক কোন ইল্ম হত তাহলে সাহাবীগণ এবং তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে কথা বলতেন যেমনভাবে তারা আহ্কাম ও শারী'আতের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাপারে কথা বলেছেন। **(জাম্মূল কালাম- ب - ১৭৩ - ق)**

হারুবী আশহাব ইবনু 'আবদুল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকো। তাকে বলা হলো হে আবূ 'আবদুল্লাহ বিদ'আত কী? তিনি বললেন : বিদ'আতীরা আল্লাহ্র নামসমূহ, সিফাত, কালাম, ইল্ম বা কথা বলা, কুদরত বা ক্ষমতাসমূহের ব্যাপারে অহেতুক কথাবার্তা বলে। এমনকি যে বিষয়ে সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ চুপ থেকেছেন সে বিষয়েও তারা চুপ থাকে না। **(জাম্মূল কালাম- أ - ১৭৩ - ق)**

আবূ নায়িম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ইমাম মালিকের নিকট যখন কোন রায়পন্থী (মনের প্রবৃত্তির উপর চলে) আসত তাহলে তিনি তাকে বলতেন :

আমি আমার রবের এবং আমার দ্বীনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছি। কিন্তু তুমি সন্দেহ পোষণকারী (বা সন্দেহের উপর রয়েছে) সুতরাং কোন সন্দেহকারী (সন্দেহে পতিত) ব্যক্তির নিকট যাও এবং তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হও। **(আল হুলইয়া- ৬/৩২৪)**

ইবনু 'আবদুল বার মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু খুয়াইয থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক (রহ্ঃ) বলেছেন :

মনের প্রবৃত্তির উপর কথাবার্তা বলে, বিদ'আতী, জ্যোতীষী ওদের কিতাব ধার নেয়া জায়িয নেই। তিনি কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন : মনের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে এবং বিদ'আতী আমার সাথীদের মতে এদের কিতাবসমূহই হলো আসহাবুল কালামদের কিতাব, আর তারা হলো মু'তাজিলা ও অন্যান্যরা। **(জামিউ বায়ানিল ইল্ম অফাযলিহী- পৃঃ ৪১৬, ৪১৭, ছাপা- দারুল কুতুবুল ইসলামী)**

অতএব এটাই হলো ইমাম মালিক (রহ্ঃ)-এর তাওহীদ, সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইলমূল কালাম এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর অবস্থান।

চতুর্থ আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-এর 'আক্বীদাহ্

أ-قوله رحمه الله في التوحيد

(ক) তাওহীদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর উক্তিসমূহ :

ইমাম বাইহাক্বী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ করল অথবা তার কোন নামে শপথ করল। অতঃপর সে শপথ ভঙ্গ করল। তাহলে তার কাফ্ফারা দিতে হবে।

আর যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর শপথ করবে যেমন কেউ বলে ক্বা'বার শপথ বা আমার বাবার শপথ বা এ ধরনের কোন শপথ করল। অতঃপর তা ভঙ্গ করল তাহলে তার কোন কাফ্ফারা লাগবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে আমার বয়সের শপথ তাহলেও তার কাফ্ফারা লাগবে না।

কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর শপথ করা মাকরূহ বা জায়িয নেই। এ ব্যাপার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে নিষেধ আছে।

إن الله عزوجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাবার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে। **(বুখারী, মুসলিম, মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৪০৫)**

ইমাম শাফেয়ী থেকে মুআললাল বর্ণিত আছে। আল্লাহর নামসমূহ মাখলুক নয়, সুতরাং যে আল্লাহর নামের শপথ করবে অতঃপর শপথ ভাঙ্গবে তাহলে তাকে কাফ্ফরা দিতে হবে।

(ইবনু আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন : আদাবুশ শাফেয়ী- পৃঃ ১৯৩; আল হুলইয়াহ- ৭/১১২-১১৩; বাইহাক্বীর আস সুনানুল কুবরা- ১০/২৮; শরহুস সুন্নাহ- ১/১৮৮, মুখতাসারাহ- পৃঃ ৭৭)

ইবনুল কাইয়্যিম ইমাম শাফেয়ী থেকে ইজতিমাউল জুউশুল ইসলামীতে (ইসলামী সৈন্য বাহিনীর সমাবেশে) উদ্ধৃতি করে ছিলেন :

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : ঐ সুন্নাত বা রীতির ব্যাপারে কথা হলো যে সুন্নাত বা রীতির উপর আমি আছি এবং আমার সাথীদেরকে দেখেছি তার উপর। আর আহলে হাদীসদেরকে দেখেছি যাদের কাছ থেকে আমি ইল্ম গ্রহণ করেছি যেমন- সুফইয়ান, মালিক এবং অন্যান্যরা তারা ঐ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার তা হলো : এ স্বীকৃতি দেয়া–

لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله.

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

এবং আল্লাহ তা'আলা আসমানে আরশের উপর রয়েছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার সৃষ্ট জীবের নিকটবর্তী হন এবং আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা চান সেভাবেই দুনিয়ার আসমানে নামেন। **(ইজতিমাউল জুউশিল ইসলামী- পৃঃ ১৬৫, ইসবাতুল উলু- পৃঃ ১২৪, মাজমুউল ফাতওয়া- ৪/১৮১-১৮৩, আলবানীর মুখতাসারাহ- পৃঃ ১৭৬)**

ইমাম আয্ যাহাবী মাযানি থেকে উদ্ধৃতি করেছেন, তিনি বলেন, আমি বলি :

তাওহীদ সংক্রান্ত কোন বিষয় আমার মনের ভিতর যা আছে এবং মনের সাথে সম্পৃক্ত যে বিষয় আছে তা যদি কেউ বের করতে পারে তাহলে সেটা ইমাম শাফেয়ী পারবে।

একবার আমি তার নিকট গেলাম। তখন সে মিশরের মাসজিদে ছিল। তার সামনে হাঁটু গেরে বসে বললাম : আমার মনে তাওহীদ সংক্রান্ত একটি মাসআলাহ উদিত হয়েছে। আর আমি জানি আপনার ইল্ম সম্পর্কে কেউ জানে না।

কি আছে আপনার নিকট? ইমাম শাফেয়ী রেগে গেলেন। অতঃপর বললেন : তুমি কি জানো তুমি কোথায়।

আমি বললাম : হ্যাঁ। ইমাম শাফেয়ী বললেন : এটা ঐ জায়গা যেখানে আল্লাহ্ ফিরআউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। তোমার কাছে কি এমন কোন বিষয় পৌঁছেছে যে, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে আদেশ করেছেন?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : এ বিষয়ে কি সাহাবা কিরাম কথা বলেছেন?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : আমরা কি জানি আসমানে কতগুলো তারা রয়েছে?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : এতগুলো তারার মধ্যে একটি তারার (جن) জিন্ সম্পর্কে তার উদিত হওয়া, অস্ত যাওয়া সম্পর্কে এবং কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকি তুমি জানো?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : মাখলুকের মধ্যে একটি জিনিস যাকে তুমি তোমার নিজের চোখে দেখতেছ অথচ তাকে চেননা তাহলে কেন তার সৃষ্টিকর্তার ইল্ম নিয়ে কথা বলো?

অতঃপর তিনি আমাকে ওযূর মাসআলাহ্ জিজ্ঞেস করলে আমি সেখানে ভুল করেছি।

অতঃপর তিনি সেটাকে চারভাগে ভাগ করলেন আমি তার থেকে কিছুই পারলাম না।

অতঃপর তিনি বললেন : প্রতিদিন যে বিষয়টি পাঁচবার প্রয়োজন হয় তার ইল্ম তুমি ছেড়ে দিয়েছ। আর সৃষ্টিকর্তার ইল্মের ব্যাপারে কষ্ট করতেছে।

ঐ বিষয়টি যখন তোমার মনে উদিত হবে তখন আল্লাহর এ কথার দিকে ফিরে যাও :

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ○ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"তোমাদের ইলাহ হচ্ছে একজন, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময় দয়ালু।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৬৩-১৬৪)

আর তুমি ঐ বিষয়ে কষ্ট করো না যেখানে তোমার আকল পৌঁছবে না।
(আলামুল নুবালা- ১০/৩১)

ইবনু 'আবদুল বার ইউনুস ইবনু 'আবদুল আলা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : আমি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি : তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র ব্যাপারে এমন একটি নাম বলতে শুনবে যে নামে আল্লাহ্ নিজেকে নামকরণ করেননি অথবা এমন একটি বস্তুর কথা শুনবে যার কোন অস্তিত্ব নেই।

তাহলে তুমি তার নাস্তিক হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষি থেক।
(আল ইনতিকা- ৭৯ পৃ:, মাজমুউল ফতওয়া- ৬/১৭৮)

ইমাম শাফেয়ী তার কিতাব রিসালাত-এ বলেছেন :

والحمد لله ..... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি তার নিজের জন্য যেভাবে ইচ্ছা সিফাত বর্ণনা করেছেন এবং মাখলুকগণ যেভাবে তার জন্য সিফাত বর্ণনা করেন তিনি তার উর্ধ্বে। **(প্রমাণ : আর রিসালাহ্- পৃ: ৭-৮)**

যাহাবী ঈমাম শাফেয়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : আমরা আল্লাহর জন্য ঐ সমস্ত সিফাত সাব্যস্ত করব যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে এবং আমরা আল্লাহর সাথে কারো সাদৃশ্য স্থাপন করব না যেমনভাবে তিনি কারো সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করেননি। অতঃপর তিনি বললেন :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার অনুরূপ কোন কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শুনেন এবং দেখেন।"
(সূরাহ্ আশ্ শূরাহ্ ৪২ : ১১, কিতাবুস সাইর- পৃ: ১০/৩৪১)

ইবনু 'আবদুল বার রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে বলেছেন :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾

"কখনোই না। অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে আড়ালকৃত থাকবে।" **(সূরাহ্ আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৫)**

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, একটি সম্প্রদায় আল্লাহকে দেখতে পাবে। সেদিন আল্লাহকে দেখার সময় তাদের কোন ভিড় হবে না। (আল ইনতিকা- পৃ: ৭৯)

লালিকায়ী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রবী) বলেন : আমি একদা মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আশ শাফেয়ী-এর নিকট উপস্থিত হলাম।

ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-এর নিকট একটি চিরকুট এলো, তাতে লিখা ছিল। আপনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ব্যাপারে কী বলেন :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾

"কখনোই না। অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে আড়ালকৃত থাকবে।" **(সূরাহ্ আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৫)**

ইমাম শাফেয়ী বললেন : অসন্তোষ অবস্থায় তারা যখন আল্লাহকে দেখা থেকে আড়ালকৃত হবে তখন এটাই প্রমাণ করে তারা সন্তুষ্টি অবস্থায় আল্লাহকে দেখতে পাবে।

রাবী বলেন আমি বললাম, হে আবূ 'আবদুল্লাহ্ আপনি এ কথাই বলেন?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ।

(শরহে উসুলি ইতিকাদি আহলিল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ্- ২/৫০৬)

ইবনু 'আবদুল বার জারুদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (জারুদী) বলেন : ইমাম শাফেয়ী-এর নিকট ইব্রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু উলাইয়্যাহ-এর কথা উল্লেখ করা হলো।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী বললেন : প্রত্যেকটি বিষয়ে আমি তার বিপরিত করি। এমনকি এ কথাটি .لا إله إلا الله (আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে 'ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই)। সে যেভাবে বলে আমি সেভাবে বলি না।

আমি বলি : لا إله إلا الله الذى كلم موسى تكليما من وراء حجاب.

আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ্ নেই, যিনি মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেছেন। আর সে বলে :

لا إله إلا الله الذى خلق كلاما اسمعه موسى من وراء حجاب.

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে 'ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই যিনি কালাম সৃষ্টি করেছেন এবং সেটা পর্দার আড়াল থেকে মূসাকে শুনিয়েছেন।

(আল ইনতিকা- পৃ: ৭৯, আল লিসান- ১/৩৫)

লালিকায়ী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন : ইমাম শাফেয়ী বলেন : من قال القرآن مخلوق فهو كافر. যে বলবে কুরআন মাখলুক সে কাফির।

(শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ্- ১/২৫২)

ইমাম বাইহাক্বী মুহাম্মাদ ইবনু যুবাইরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-কে বলল : কুরআন সম্পর্কে আমাকে বলুন সে কি খালিক (সৃষ্টিকর্তা)?

ইমাম শাফেয়ী বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্য থেকো না। লোকটি বলল : তাহলে মাখলুক? ইমাম শাফেয়ী বললেন : না। লোকটি বলল : তাহলে গাইর মাখলুক। শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্যি থেক। হ্যাঁ। লোকটি বলল : কুরআন মাখলুক নয়, তার দলীল কি?

ইমাম শাফেয়ী তার মাথা উঠালেন এবং বললেন : তুমি কি স্বীকার করো কুরআন আল্লাহর কালাম। সে (লোকটি) বলল : হ্যাঁ।

ইমাম শাফেয়ী বললেন : এ কথাতেই তুমি অগ্রগামী হয়েছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾

"যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে তুমি আশ্রয় দান করো, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।"

(সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬)

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেছেন।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৬৪)

ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : আল্লাহর ব্যাপারে তুমি কোনটি স্বীকার করো।

আল্লাহ্ ছিল এবং তার কালাম ছিল? নাকি আল্লাহ্ ছিল কিন্তু তার কালাম ছিল না?

লোকটি বলল : বরং আল্লাহ্ ছিল এবং তার কালাম ছিল।

রাবী বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) মুচকি হাসলেন এবং বললেন : হে কুফাবাসী! তোমরা আমার নিকট (আশ্চর্য ধরনের) কথা নিয়ে আসো। অথচ তোমরা স্বীকার করো যে, আল্লাহ পূর্বে থেকেই আছেন এবং তার কালামও আছে।

তাহলে তোমাদের এ ধরনের কথা কোথায় থেকে এসেছে। কালাম হলো আল্লাহ। অথবা আল্লাহ নয়, অথবা আল্লাহ ব্যতীত? রাবী বলেন : লোকটি চুপ করে বেরিয়ে গেল। (প্রমাণ : মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৪০৭-৪০৮)

আবূ তালিব আল আশারী কর্তৃক বর্ণিত 'আক্বীদার একটি অংশ সেটা শাফিয়ী-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তাতে তিনি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত সমূহ এবং তার প্রতি কতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করা উচিৎ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ) বললেন : আল্লাহর অনেক গুণবাচক নাম ও সিফাত রয়েছে। যা কিতাবে (কুরআনে) এসেছে এবং নাবী ﷺ তার উম্মাতদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর মাখলুকসমূহের কারো জন্য উচিৎ হবে না কুরআন ও হাদীস থেকে আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরেও তার বিপরীত করা।

যদি কেউ প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরে বিপরিত করে তাহলে সে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী হবে। কিন্তু প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সে উজর পেশ করতে পারবে সে এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল।

কেননা এ বিষয়ে জ্ঞান বা আকল, বর্ণনা, চিন্তা ও অন্যান্য দ্বারা অর্জিত হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে খবরসমূহ্ হলো নিশ্চয়ই তিনি অধিক শুনেন এবং তার দু'টি হাত রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

"বরং তার দু' হাতই প্রশস্ত।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৪)

আল্লাহর ডান হাত রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

"আকাশসমূহ তার ডান হাতে ভাজ করা থাকবে।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৬৭)

আল্লাহর চেহারা রয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ বলেন :

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

"তার চেহারা ব্যতীত সকল কিছুই ধবংশ হয়ে যাবে।"

(সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৮৮)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"(সেদিন) তোমার প্রতিপালকের চেহারা অবশিষ্ট থাকবে যিনি মহিমাময় মহানুভব।" (সূরাহ্ আর্ রহমান ৫৫ : ২৭)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী :

حتى يضع الرب عزوجل فيها قَدَمَهُ.

আল্লাহ তার পা (জাহান্নামের) মধ্যে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ- জাহান্নামে রাখবেন।

যে আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী :

لقى الله عزوجل وهو يضحك إليه.

শহীদ ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে আর আল্লাহ তাকে দেখে হাসবেন। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়ার আকাশে নামেন (অবতরণ) করেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন। নাবী ﷺ যখন দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তখন বলেছেন :

انه اعور وان ربكم ليس با عور.

নিশ্চয়ই দাজ্জাল অন্ধ আর তোমাদের প্রভু অন্ধ নন। (বুখারী, মুসলিম)

নিশ্চয়ই মু'মিনগণ ক্বিয়ামাতের দিন তাদের চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পারবে যেমনভাবে তারা পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে। (সেভাবে আল্লাহকে দেখতে কোন ভিড় হবে না)

আল্লাহ্র আঙ্গুল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী :

ما من قلب إلا هو بين إصبعين من اصابع الرحمن عزوجل.

এমন কোন অন্তর নেই যেটা রহমান আল্লাহ্র দু' আঙ্গুলের মধ্যে নেই।
(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ্, মুসতাদ রাকে হাকিম- ১/৫২৫)

আর এ সমস্ত অর্থ যা আল্লাহ নিজের জন্য নিজে সাব্যস্ত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাব্যস্ত করেছেন।

যার প্রকৃত জিনিস চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি, বর্ণনা দ্বারা অর্জিত হয় না এবং তার নিকট প্রকৃত খবর না পৌঁছা পর্যন্ত মুর্খতা দ্বারা এটাকে অস্বীকার করা উচিৎ নয়। যখন তার কাছে বিষয়টা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে তখন তার উচিৎ ঐ বিষয়ের উপর ঈমান আনা এবং তার উপর সাক্ষ্য দেয়া। যেন সে বিষয়টা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই শুনেছে।

কিন্তু এ সমস্ত সিফাতকে সাব্যস্ত করবে এবং তুলনা করা থেকে বিরত থাকবে। যেমনভাবে আল্লাহ নিজের সাথে করো তুলনা করেননি। আল্লাহ বলেন :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার অনুরূপ কেউ নেই তিনি অধিক শুনেন এবং অধিক দেখেন।"

(সূরাহ্ আশ্ শূরাহ্ ৪২ : ১১)

(খ) তাকদীর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-এর বাণীসমূহ :

ইমাম বাইহাক্বী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-কে তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন : তুমি যেটা চাও আল্লাহ সেটা না চাইলে কখনই হবে না। বান্দার সৃষ্টির বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। বান্দা কখন যুবক হবে কখন বৃদ্ধ হবে সেটাও তার ইল্ম রয়েছে। আল্লাহ কাউকে অনুগ্রহ করেন, কাউকে অপমানিত করেন, কাউকে সাহায্য করেন, আবার কাউকে সাহায্য করেন না। তাই বান্দাদের মধ্যে কেউ রয়েছে হতভাগা, কেউ সৌভাগ্যবান, কেউ খারাপ, কেউ ভাল।

(প্রমাণ : মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৪১২-৪১৩ এবং শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত- ২/৭০২)

ইমাম বাইহাক্বী মানাকিবুশ শাফেয়ীতে উদ্ধৃতি করেছেন, ইমাম শাফেয়ী বলেন : বান্দার ইচ্ছা করাটা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (অর্থাৎ- বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল) আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইচ্ছা না করলে বান্দা কোন কিছুর ইচ্ছা করতে পারে না। কেননা মানুষ তাদের 'আমালসমূহ সৃষ্টি করেনি। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বান্দার কর্মসমূহ এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। নিশ্চয়ই ক্ববরের আযাব সত্য, ক্ববরের সওয়াল-জওয়াব সত্য, পুনরায় উঠানো সত্য, হিসাব-নিকাশ সত্য, জান্নাত, জাহান্নাম সত্য এবং এগুলো ছাড়াও যাকিছু সুনানে (কুরআন ও হাদীসে) এসেছে সবকিছু সত্য। (মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৪১৫)

লালিকায়ী মাযিনী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী বলেন : তুমি কি জানো কাদরিয়া কে? যে বলে থাকে আল্লাহ কোন কিছু ('আমাল) সৃষ্টি করেননি। বান্দা 'আমালের মাধ্যমে তার কর্মকে সৃষ্টি করে।

(শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত- ২/৭০১)

ইমাম বাইহাক্বী ইমাম শাফেয়ী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : কাদরীয়া যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : هم مجوس هذه الأمة.

"তারা এ উম্মাতের অগ্নিপূজক।" **(প্রমাণ : আবু দাউদ, মুসতাদরাকি হাকিম, হাকিম বলেন : ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ)**

তারা বলে থাকে কোন মা'আসী বা অবাধ্যতা বা নাফরমানী না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ জানেন না। **(মানাকিশ শাফিয়ী- ১/৪১৩)**

ইমাম বাইহাক্বী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে সংকলন করেছেন, ইমাম শাফেয়ী কোন কাদরীয়ার পিছনে সলাত আদায় করতে অপছন্দ করতেন।

(মানাকিশ শাফিয়ী- ১/৪১৩)

(গ) ঈমান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-এর বাণীসমূহ :

ইবনু 'আবদুল বার রবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি শাফেয়ী (রহ্:)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন :

الايمان قول وعمل واعتقاد بالقلب.

ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা 'আমাল করা এবং অন্তরের বিশ্বাস। তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীকে দেখো না :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না।" **(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩)**

অর্থাৎ- বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে আদায় করা তোমাদের সলাত তিনি নষ্ট করবেন না।

আয়াতে সলাতকে ঈমান নাম করণ করা হয়েছে। সুতরাং ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা 'আমাল এবং অন্তরের বিশ্বাস।

(আল ইনতিকা- পৃ: ৮১)

বাইহাক্বী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, রবী বলেন : আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-কে বলতে শুনেছি :

الايمان قول وعمل يريد وينقص.

ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ‘আমাল করা এবং ঈমান বাড়ে ও কমে। (মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৩৮৭)

বাইহাক্বী আবূ মুহাম্মাদ আয্ যুবাইরী থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ মুহাম্মাদ বলেন : এক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞেস করল আল্লাহর নিকট কোন ‘আমালটি অধিক ফাযীলাতপূর্ণ? শাফেয়ী বললেন : যে ‘আমাল একমাত্র তার জন্য না হলে তিনি গ্রহণ করেন না। লোকটি বলল : সেটা কি? শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

এ ‘আমালটিই পর্যাদার দিক দিয়ে সুউচ্চ এবং স্তরের দিক থেকে সুমহান এবং সৌভাগ্যের দিক থেকে উজ্জ্বল।

লোকটি বলল : আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন : ঈমান মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ‘আমাল করা নাকি ‘আমাল ব্যতীত শুধুমাত্র মুখের স্বীকৃতি?

ইমাম শাফেয়ী বললেন : ঈমান হলো আল্লাহর জন্য ‘আমাল করা। আর মুখের স্বীকৃতি হলো ঐ ‘আমালেরই একটি অংশ।

লোকটি বলল : আমাকে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেন যাতে আমি (ভাল করে) বুঝতে পারি।

ইমাম শাফেয়ী বললেন : ঈমানের বিভিন্ন অবস্থা, মর্যাদা এবং স্তর রয়েছে তার মধ্য থেকে কিছু রয়েছে একদম পরিপূর্ণ, কিছু রয়েছে একদম কম এবং কিছু রয়েছে অধিক প্রাধান্য যোগ্য।

লোকটি বলল : নিশ্চয়ই ঈমান পরিপূর্ণ নয়। কমে এবং বাড়ে?

ইমাম শাফেয়ী বললেন : হ্যাঁ।

লোকটি বলল : এর প্রমাণ কি?

ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : আল্লাহ তা‘আলা বানী আদামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর ব্যাপারে ঈমানের ফার্যসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর উপর যার যার কাজকে আলাদা করে দিয়েছে। সুতরাং একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যার উপর আল্লাহ তা‘আলা ঈমান সংক্রান্ত ফার্যসমূহ সোপর্দ করেননি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য থেকে একটি হলো : বানী আদামের কলব বা অন্তর। যার দ্বারা সে জ্ঞান রাখে বা জানে, অনুধাবন করে এবং বুঝে। আর অন্তর হলো তার সমস্ত শরীরের 'আমীর। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার রায় ও আদেশ ছাড়া সাড়া দিতে বা কাজ আরম্ভ করে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে তার দু' চোখ যা দ্বারা সে দেখে। দু' কান যা দ্বারা সে শুনে। দু' হাত রয়েছে, যা দ্বারা সে ধরে, দু' পা রয়েছে যা দ্বারা সে হাঁটে। তার লজ্জা স্থান রয়েছে যেটা অন্তর কর্তৃক পরিচালিত, তার জিহ্বা রয়েছে যা দ্বারা সে কথা বলে, তার মাথা রয়েছে যার ভিতর মুখমণ্ডল রয়েছে।

সুতরাং ক্বলব বা অন্তরের উপর যেটা ফার্‌য সেটা জিহ্বার উপর ফার্‌য বা অপরিহার্য নয়।

কানের উপর যেটা ফার্‌য সেটা দু' চোখের উপর নয়।

দু' হাতের উপর যেটা অপরিহার্য সেটা দু' পায়ের উপর নয়।

লজ্জা স্থানের উপর যেটা ফার্‌য সেটা চেহারার উপর নয়।

ঈমানের ব্যাপারে অন্তরের উপর আল্লাহর ফার্‌যসমূহ হলো : আল্লাহকে অন্তর থেকে স্বীকৃতি দেয়া, তাকে জানা এবং তার ব্যাপারে সন্তুষ্টি থাকা এবং এ স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তার কোন শারীক নেই, তার কোন সাথী বা স্ত্রী নেই। তার কোন সন্তান-সন্ততি নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তার প্রেরিত বান্দা এবং রাসূল। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নাবী ও কিতাব এসেছে সেগুলোকে স্বীকার করা। আর এগুলোই আল্লাহ্ তা'আলা ক্বলব বা অন্তরের উপর ফার্‌য করেছেন এবং এগুলোই অন্তরের 'আমাল। আল্লাহ্ বলেন :

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾

"কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে।" (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ১০৬)

আল্লাহ আরো বলেন : ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

"জেনে রাখো! আল্লাহর যিক্‌রের মধ্যেই রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি হয়।"
(সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ২৮)

আল্লাহ্ বলেন :

﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾

"তারা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা মুখে মুখেই বলে ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪১)

আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ﴾

"তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৪)

সুতরাং ঈমান সম্পর্কিত এ সকল বিষয়ই আল্লাহ্ অন্তরের উপর ফার্‌য করেছেন আর এটাই হলো অন্তরের 'আমাল এটাই হলো ঈমানের মূল বিষয়।

জিহ্বার উপর আল্লাহ্র ফার্‌যসমূহ হলো : ক্বলব বা অন্তরে যা কিছু গেধে গেছে বা যা কিছু বিশ্বাস স্থাপন করেছে তা অন্তরের পক্ষ থেকে বলা বা ব্যাখ্যা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন :

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾

"তোমরা বলো! আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৩৬)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

"মানুষকে তোমরা ভাল কথা বলো।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৮৩)

সুতরাং আল্লাহ্ জিহ্বার উপর অন্তরের পক্ষ থেকে বলা ও ব্যাখ্যা করা, ফার্‌য করেছেন। আর এটাই জিহ্বার 'আমাল এবং আর জিহ্বার উপর ফার্‌যসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে কানের উপর আল্লাহ্ ফার্‌য করেছেন, আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা শুনা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তাকে ঘৃণা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে বলেন :

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾

"এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে অবতারণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি উপহাস করতে শ্রবণ করো, তখন তাদের সাথে বসো না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে। অন্যথায় তোমরাও তাদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে।"
(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৪০)

অতঃপর ভুলে যাওয়ার বিষয়টি পৃথক করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : ﴿وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾

"তবে যদি শাইত্বান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় সেটা আলাদা কথা।"
(সূরাহ্ আল আন'আম ৬ : ৬৮)

অর্থাৎ- ভুলে তুমি তাদের সাথে বসেছ।

﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"তবে স্বরণ হওয়ার পরে তুমি যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।"
(সূরাহ্ আল আন'আম ৬ : ৬৮)

আল্লাহ্ বলেন :

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ○ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।" **(সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ১৭-১৮)**

আল্লাহ্ বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾

"অবশ্যই মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের সলাতে বিনয় নম্রভাবে থাকে। যারা অসার কার্য-কলাপ থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়।" **(সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ১-৪)**

আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾

"তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে।" **(সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৫৫)**

আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

"আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।"

(সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৭২)

আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলা কানের উপর ফার্‌য করেছেন।

আর তার মধ্যে আল্লাহ্ যা হালাল করেননি তা শুনা থেকে বিরত থাকা। আর এটাই হলো কানের 'আমাল আর এটা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ দু' চোখের উপর ফার্‌য করেছেন যে, দু' চোখ দ্বারা আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা সে দেখবে না এবং ঐ সকল জিনিসকে ঘৃণা করবে যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ তাবারক তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

"মু'মিনদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবহিত। এবং ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে।"

(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩০-৩১)

চোখ তার অন্য ভাইয়ের লজ্জাস্থান দেখা থেকে বিরত থাকবে এবং সে তার লজ্জাস্থানকে অন্য কাউকে দেখানো থেকে সংরক্ষণ করবে।

এবং তিনি বলেন : লজ্জাস্থান সংরক্ষণ সংক্রান্ত যা কিছু আল্লাহ্‌র কিতাবে এসেছে তা যিনার অন্তর্গত। তবে এ আয়াতটি ব্যতীত, কেননা এটা দেখার বিষয়ে অবতির্ণ হয়েছে।

সুতরাং এটাই হলো আল্লাহ দু' চোখের উপর ফার্‌য করেছেন সেটা হলো চোখকে নমনিবেশ করে রাখতে হবে। এটা হলো দু' চোখের 'আমাল। আর এটা ঈমানের অন্তর্গত।

অতঃপর একটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যা কিছু অন্তর, কান ও চোখের উপর ফার্‌য করেছেন। আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না; নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।" **(সূরাহ্ বানী ইসরা-ঈল/ইস্‌রা ১৭ : ৩৬)**

ইমাম শাফেয়ী বলেন : লজ্জাস্থানের উপর ফার্‌য হলো আল্লাহ্ যা তার উপর হারাম করেছেন তা লঙ্ঘন না করা।

আল্লাহ বলেন : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

"মু'মিন তারা যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযাত করে।"

(সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৫)

আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।"

(সূরাহ্ হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুসসিলাত ৪১ : ২২)

আয়াতে الجلود বা চামড়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লজ্জাস্থানসমূহ এবং রানসমূহ।

সুতরাং আল্লাহ্ লজ্জাস্থানের উপর ফার্‌য করেছেন যে, আল্লাহ্ যা হালাল করেননি তা থেকে লজ্জাস্থান ও রানকে হিফাযাত করতে। আর এটাই হলো লজ্জাস্থানের 'আমাল।

দু' হাতের উপর আল্লাহ্ ফার্‌য করেছেন সে দু' হাত দ্বারা আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা ধরবে না।

সে হাত দ্বারা ঐ সকল জিনিস ধরবে যা আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। যেমন- সাদাক্বাহ্, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা, সলাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা।

আল্লাহ্ এ বিষয়ে বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সলাতের জন্য দণ্ডায় হবে (তার পূর্বে) তোমরা তোমাদের চেহারাকে এবং দু' হাতকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং মাথা মাসাহ্ করো এবং পা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করো।" **(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬)**

আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা করো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাধবে; অতঃপর তখন হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপন।" **(সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪)**

সুতরাং মারা, যুদ্ধ করা, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সাদাক্বাহ্ হাতের চিকিৎসার (হাতের কাজের) অন্তর্গত।

দু' পায়ের উপর ফার্য হয়েছে যে দু' পা দ্বারা হেঁটে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন সেদিকে যাবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" (সূরাহ্ বানী ইসরা-ঈল/ইস্রা ১৭ : ৩৭)

চেহারার উপর আল্লাহ্ ফার্য করেছেন যে, সে চেহারা দ্বারা দিনে-রাতে এবং সলাতের সময় আল্লাহকে সাজদাহ্ দিবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ' করো, সাজদাহ্ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদাত করো ও সৎকর্ম করো যাতে সফলকাম হতে পারো।" (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৭৭)

আল্লাহ আরো বলেন : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরাহ্ আল জিন্ ৭২ : ১৮)

অর্থাৎ- الْمَسَاجِدَ মাসজিদসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদাম সন্তান যার উপর সাজদাহ্ করে তা। যেমন কপাল বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সাজদাহ্ করে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ) বলেন : এ সকল জিনিস আল্লাহ্ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর উপর ফার্য করেছেন।

আল্লাহর কিতাবে পবিত্রতা এবং সলাতকে ঈমান নামকরণ করা হয়েছে। আর এটা তখন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সলাতে নাবী ﷺ-এর চেহারাকে বাইতুল মাকদাস হতে ফিরিয়ে ক্বা'বাহ্ ঘরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানেরা বাইতুল মাকদাসের দিকে ১৬ মাস সলাত আদায় করেছিলেন। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : হে আল্লাহর

রাসূল! আমরা বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে যে সলাত আদায় করেছি তার অবস্থা কি এবং আমাদের অবস্থা কি? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"আল্লাহ্ এরূপ নয় যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানবগণের প্রতি স্নেহশীল করুণাময়।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩)

আয়াতে الصلاة সলাতকে ايمان ঈমান নামকরণ করা হয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি সলাতসমূহকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সংরক্ষণ (হিফাযাত) করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন ও যা কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আল্লাহ্ ফার্য করেছেন তা আদায় করে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে (মৃত্যু বরণ করবে) তাহলে সে পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় জান্নাতবাসী হয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু বরণ) করবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন তা থেকে কিছু সে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিবে তাহলে সে অপরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু বরণ) করবে।

তখন লোকটি বলল : ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং ঘাটতি আমি বুঝলাম।

কিন্তু ঈমান বাড়ে এটা কোথা থেকে এসেছে?

ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ○ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

"আর যখন কোন সূরাহ্ অবতীর্ণ করা হয় তখন কোন কোন মুনাফিক বলে : তোমাদের মধ্যে এ সূরাহ্ কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অতএব যারা ঈমান এনেছে, এ সূরাহ্ তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করেছে। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে এ সূরাহ্ তাদের মলিনতার

সাথে আরো মলিনতা বৃদ্ধি করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১২৪-১২৫)

আল্লাহ বলেন : ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾

"তারা ছিল কতিপয় যুবক যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত (ঈমান) বাড়িয়ে দিলাম।" (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১৩)

ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : যদি এ ঈমান একটিই হত যার কোন ঘাটতি এবং বেশি নেই তাহলে ঈমানের কারণে কারো ফাযীলাত বা মর্যাদা হত না। সকল মানুষই একই মর্যাদার অধীকারী থাকত এবং মর্যাদা বাতিল হয়ে যেত।

অথচ পরিপূর্ণ ঈমানের কারণে মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বেশি ঈমানের কারণে আল্লাহর নিকট জান্নাতে তাদের মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে এবং ঈমান ঘাটতির কারণে কিছু লোক (সীমালঙ্ঘনকারীরা) জাহান্নামে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মাঝে প্রতিযোগীতা করিয়েছেন! যেমনভাবে বাজির দিনে ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগীতা করানো হয়।

যারা অগ্রগামী হবে তাদের জন্য মর্যাদা রয়েছে।

সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তার অগ্রগামীতা অনুযায়ী মর্যাদা করেছেন যার হাক্ব থেকে কিছু কম করা হবে না।

প্রতিযোগীতায় পরাজিত ব্যক্তি জয়ী ব্যক্তির অগ্রগামী হবে না। অনুরূপভাবে ফাযিল বা মর্যাদাবান ব্যক্তির উপর মাফজুল বা অমর্যাদাবান ব্যক্তি অগ্রগামী হবে না।

আর এ কারণেই এ উম্মাতের প্রথম দিকের লোকদের মর্যাদা শেষের দিকের লোকদের উপরে।

যদি ঈমানের দিকে অগ্রগামী লোকের মর্যাদা ঈমানের দিকে ধীরগতির লোকের উপর না হত তাহলে উচিৎ হত এ উম্মাতের শেষের লোকেরাই প্রথম হওয়া বা অগ্রগামী হওয়া। (মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৩৮৭-৩৯৩)

(ঘ) সাহাবীদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-এর অভিমত :

বাইহাক্বী ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-এর উদ্ধৃতি পেশ করেছেন শাফেয়ী (রহ্ঃ) বলেন : আল্লাহ তাবারাক তা'আলা কুরআনে, তাওরাতে ও ইঞ্জিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যাপারে ফাযীলাত বর্ণনা করেছেন যেটা তাদের পরবর্তী লোকদের ক্ষেত্রে করা হয়নি। আল্লাহ তাদের উপর খুশি হয়েছেন এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় যেমন সিদ্দিকীন, শুহাদা বা শহীদগণ, সালেহীন মর্যাদার মাধ্যমে তাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। তারা আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনানসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা স্বচক্ষে দেখেছেন ও ওহী যে বিষয়ে অবতীর্ণ হত তা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু আম বা সাধারণভাবে, বিশেষভাবে, দৃঢ়ভাবে ও আদেশসূচক যা কিছু ইচ্ছা করেছেন তা তারা ভালভাবে বুঝেছেন। তারা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতকে চিনেছে, জেনেছে, যে বিষয়ে আমরা জানি না, আমরা অজ্ঞ। তাই তারা প্রত্যেকটি বিষয়ের দিক থেকে যেমন- ইল্ম, ইজতিহাদ, পরহেযগারিতা, জ্ঞানের দিকে থেকে আমাদের উপরে।

(মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৪৪২)

ইমাম বাইহাক্বী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-কে সাহাবীদের ফাযীলাতের ব্যাপারে বলতে শুনেছি সর্বোত্তম হলো আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। **(মানাকিবুশ শাফেয়ী- ১/৪৩২)**

ইমাম বাইহাক্বী (রহ্ঃ) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সর্বোত্তম মানুষ হলো আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। **(মানাকিবুশ শাফিয়ী- ১/৪৩৩)**

হারুবী ইউসুফ ইবনু ইয়াহইয়া আল বুয়াইতী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ্ঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : আমি কি রাফেযীর পিছনে সলাত আদায় করব?

শাফেয়ী বলল : তুমি রাফেযী, কাদরিয়্যা এবং মুরজিয়ার পিছনে সলাত পড়ো না।

আমি বললাম : তাদের ব্যাপারটি আমাদের সামনে পরিষ্কার করুন।

শাফেয়ী (রহ্:) বললেন : যে বলবে ঈমান হলো শুধু মুখের স্বীকৃতি সে মুরজিয়া।

আর যে বলবে আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম বা খালীফাহ নন সে রাফেজী।

যে তাকদীরকে অস্বীকার করবে সে কাদরিয়্যাহ।

(জাম্মুল কালাম- ২১৫- ق, আস সাইর- ১০/৩১)

(ঙ) দ্বীনের ব্যাপারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও ঝগড়া করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-এর নিষেধাজ্ঞা :

হারুবী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি শাফেয়ী (রহ্:)-কে বলতে শুনেছি..... যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ইল্‌ম বা জ্ঞানের কিতাবের ওয়াসীয়াত করে যেখানে كتب الكلام বা যুক্তি-তর্কের কিতাব রয়েছে তাহলে তুমি সে ওয়াসীয়াতে প্রবেশ করো না। কেননা যুক্তি-তর্ক করা কোন ইল্‌ম নয়। (জাম্মুল কালাম- ২১৩ ق, আস সাইর- ১০/৩০)

হারুবী হাসান আজ জাফারানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-কে বলতে শুনেছি, আমি একবার একজনের সাথে যুক্তি-তর্ক করেছি। অতঃপর আল্লাহর কাছে এর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।

(জাম্মুল কালাম- ২১৩ - ق, ইমাম জাহবী সাইরে উদ্ধৃতি করেছেন- ১০/৩০)

হারুবী রবী ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বলেছেন, আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রত্যেক বিরোধী বিষয়ের উপর বড় বড় কিতাব লিখতে পারতাম। কিন্তু বাড়াবাড়িটা আমার কাজ নয়। আর আমি পছন্দও করি না যে, যুক্তি-তর্ক বা বাড়াবাড়ী সংক্রান্ত কোন বিষয় আমার দিকে সম্বোধন করা হোক। (জাম্মুল কালাম- ২১৫ - ق)

ইবনু বাত্তাহ, আবূ সাওর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) আমাকে বলেছেন, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কোন ব্যক্তিকে আমি সফলকাম হতে দেখিনি। (আল ইবানাল কুবরা- পৃ: ৫৩৫-৫৩৬)

হারুবী ইউনুস আল মাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহ্:) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে নিষিদ্ধ কাজ দ্বারা পরীক্ষা করতে চাইলে সেটা তাকে কালাম বা তর্ক-বিতর্ক দ্বারা পরীক্ষা করার চেয়ে শির্‌ক ছাড়া অন্য কোন নিষিদ্ধ কাজ দ্বারা পরীক্ষা করলে ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম বা ভাল। (মানাকিবুশ শাফেয়ী- লেখক : ইবনু আবী হাতিম, পৃ: ১৮২)

সুতরাং এগুলো হলো উসূলুদ দ্বীন সংক্রান্ত ইমাম শাফেয়ী (রহ্:)-এর অভিমত বা 'আক্বীদাহ্ এবং ইলমুল কালামের ব্যাপারে তার অবস্থান।

পঞ্চম আলোচনা

عقيدة الإمام احمد بن حنبل رحمه الله

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-এর 'আক্বীদাহ্

(ক) তাওহীদের ব্যাপারে আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-এর বাণী বা উক্তিসমূহ :

إن الإمام احمد سئل عن التوكل فقال قطع الإستشراق بالاياس من الخلق.

প্রমাণ : তবকাতুল হানাবিলাহ- ১/৪১৬।

ইমাম আহমাদ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদায় কথা বলেন। সর্ব অবস্থাতে কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এটা মাখলুক নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত সিফাত নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তার অতিরিক্ত কোন সিফাত বা গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। (কিতাবুল মিহ্নাহ- পৃ: ৬৮)

ইবনু আবি ইয়া'লা আবূ বক্‌র আল মারুযী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল কে আল্লাহর সিফাত, তাকে আখিরাতে দেখতে পারা, মি'রাজ এবং আরশের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যেগুলো জাহমিয়্যারা প্রত্যাখ্যান করে।

ইমাম আহমাদ ঐগুলোকে সঠিক বলেছেন এবং তিনি বলেন : এ বিষয়ে যে খবরটি যেভাবে এসেছে উম্মাতগণ ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করবে।

(তবকাতুল হানাবিলাহ- ১/৫৬)

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ 'কিতাবুস সুন্নাহ'-তে বলেছেন, নিশ্চয় আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ:) বলেন : যে ব্যক্তি ধারণা করবে আল্লাহ কথা বলেন না সে কাফির। আর আল্লাহর কথা বলার ব্যাপারটি আমরা ঐভাবে বর্ণনা করব যেভাবে কুরআনে এবং হাদীসে এসেছে।

(আস্ সুন্নাহ- পৃ: ৭১, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ ছাপা)

লালিকায়ী ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম আহমাদকে আখিরাতে আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ইমাম আহমাদ বললেন : এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ সহীহ। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস আনব এবং মুখে স্বীকৃতি দেব। আর নাবী ﷺ থেকে যে সমস্ত হাদীস সহীহ সানাদে এসেছে তার প্রত্যেকটির উপর আমরা ঈমান আনব এবং তা মুখে স্বীকৃতি দিব। **(শরহু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ- ২/৫০৭)**

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন : আল্লাহর জন্য তোমরা ঐ সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করো যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর ঐ সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করো না যা তিনি নিজের জন্য করেননি।

(মানাকিবুল ইমাম আহমাদ- ২২১ পৃ:)

ইমাম আহমাদ এর কিতাবুর রদ্দ আলাল জাহমিয়্যা-তে এসেছে। তিনি বলেন : জাহম ইবনু সফওয়ান মনে করে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ঐ সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করবে যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। যা তিনি কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল ﷺ হাদীসে বর্ণনা করেছেন তাহলে সে কাফির হবে কেননা এতে تشبيه বা সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়।

(আর রদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ- ১০৪ পৃ:)

ইবনু তাইমিয়্যাহ আদ-দুরউ গ্রন্থে ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতি করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন : আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি আরশে রয়েছেন আমরা এর প্রতি বিশ্বাস আনব এর কোন সীমা বা সিফাত বর্ণনা করা ব্যতীত। কেননা আরশে সমাসীন হওয়া আল্লাহর একটি সিফাত। আর আল্লাহর সিফাত ঐভাবেই বর্ণনা করতে হবে যেভাবে তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন। যেখানে কোন চোখের পৌছা সম্ভব নয়।

(দুরউ তায়ারুযিল আকলি ওয়ান নাকলি- ২/৩১)

ইবনু আবী ইয়া'লা আহমাদ-এর উদ্ধৃতি করেছেন, ইমাম আহমাদ বলেন :

من زعم ان الله لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن.

যে মনে করবে আখিরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না সে কাফির। সে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। (তবকাতুল হানাবিলাহ- ১/৫৯ পৃ: এবং ১৪৫ পৃ:)

ইবনু আবী ইয়া'লা 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ-এর উদ্ধৃতি করেছেন। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যারা বলে যখন আল্লাহ মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কথা বলেছিলেন তখন শব্দ করে কথা বলেননি।

অতঃপর আমার পিতা বললেন : আল্লাহ শব্দ করে কথা বলেছেন। আর এ সমস্ত হাদীস আমরা ঐভাবে বর্ণনা করব যেভাবে এসেছে। (অর্থাৎ- আমরা নিজের থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলব না)। (তবকাতুল হানাবিলাহ- ১/১৮৫)

লালিকায়ী 'আবদুস ইবনু মালিক আল আতার থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুস বলেন : আমি আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি : কুরআন আল্লাহর কালাম এটা মাখলুক নয়। আর তুমি একথা বলতে দুর্বল হবে না যে, কুরআন মাখলুক নয়। কেননা এতে আল্লাহর কালাম রয়েছে। তার মাখলুকের সৃষ্টের কিছু নেই।(শরহু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত- ১/১৫৭ পৃ:)

(খ) তাকদীর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহ্:)-এর উক্তিসমূহ :

ইমাম আহমাদ বলেন : يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله.

তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি এবং কর্মের মিষ্ট-তিক্ত ফলাফল আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এটার প্রতি ঈমান আনতে হবে।

(মানাকিবুল ইমাম আহমাদ- ১৬৯, ১৭২ পৃ:, ছাপা : দারুল আফাকিল জাদীদাহ)

খিলাল আবূ বক্র আল মারুজী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আবূ 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বলকে তাকদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইমাম আহমাদ (রহ্:) বলেন : ভাল-মন্দ সবকিছু বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে বলা হলো আল্লাহ কি ভাল-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম আহমাদ বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন। (খিলালের কিতাবুস সুন্নাহ- পৃ: ৮৫)

ইমাম আহমাদ-এর 'কিতাবুস সুন্নাহ'তে এসেছে। তিনি বলেন : তাকদীরের কল্যাণ-অকল্যাণ, কম-বেশি, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, মিষ্ট-তিক্ত, পছন্দনীয়-অপছন্দনীয়, ভাল-মন্দ, প্রথম-শেষ সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক তার বান্দাদের উপর ফয়সালা হয়ে আছে এবং তা নির্ধারিত। সুতরাং কেউ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না এবং তার ফয়সালা অতিক্রম করতে পারবে না। (আস্ সুন্নাহ- পৃঃ ৬৮)

খিলাল মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনু হারিস বলেন : আমি আবূ 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা ত্ব'আত বা অনুগত্য এবং মা'য়াসি বা অবাধ্যতা নির্ধারণ করেছেন এবং কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যাকে ভাগ্যবান লেখা হয়েছে সে ভাগ্যবান আর যাকে সাকী বা হতভাগা লেখা হয়েছে সে সাকী বা হতভাগা। (খিলালের 'আস্ সুন্নাহ'- পৃঃ ৮৫)

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমি আমার পিতাকে শুনেছি এবং তাকে 'আলী ইবনু জাহ্শ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন : যে তাকদীর সম্পর্কে কথা বলে সে কি কাফির হবে?

ইমাম আহমাদ বললেন : যখন সে ইল্মকে অস্বীকার করবে এবং বলবে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী ছিলেন না (বা জানতেন না) তিনি ইল্ম বা জ্ঞান সৃষ্টি করলেন অতঃপর জানলেন। সুতরাং এ কথা দ্বারা সে আল্লাহর জ্ঞানকে অস্বীকার করল সে কাফির। ('আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদের 'আস্ সুন্নাত'- ১১৯ পৃঃ)

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমি আমার পিতাকে অন্য একবার জিজ্ঞেস করেছি কোন কাদরিয়ার পিছনে সলাত হবে কি-না? তিনি বললেন : যদি সে (কাদরিয়া) এ বিষয়ে বিবাদ করে এবং মানুষকে এ দিকে আহ্বান করে তাহলে তার পিছনে সলাত পড়বে না। (আস্ সুন্নাহ- ১/৩৮৪)

(গ) ঈমান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহ্ঃ)-এর উক্তিসমূহ :

আবূ ইয়া'লা আহমাদ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন। তিনি বলেন :

من افضل خصال الايمان الحب فى الله والبغض فى الله .

ঈমানের সর্বত্তম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য রাগ করা। (তবকাতুল হানাবিলাহ- ২/২৭৫)

ইবনু জাওযী আহমাদ ইবনু হাম্বল-এর উদ্ধৃতি করেছেন। তিনি বলেন : ঈমান বারে এবং কমে যেমনভাবে হাদীসে এসেছে : أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. 'পরিপূর্ণ মু'মিন সে ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম'।

(মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ- ১৭৩, ১৫৩ ও ১৬৮ পৃ:)

খিলাল সুলাইমান ইবনু আশআস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নিশ্চয়ই আবূ 'আবদুল্লাহ বলেছেন : সলাত, যাকাত, হাজ্জ এবং ভাল কাজ, ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং মায়াসী বা অবাধ্যতা ঈমানকে কমিয়ে দেয়।

(খিলালের আস্ সুন্নাহ- ৯৬ পৃ:)

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমি আমার পিতাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে বলে : الايمان قول وعمل يزيد وينقص. ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং 'আমাল করা, আর ঈমান বাড়ে এবং কমে। তিনি বললেন : আশা করি সে মুরজিয়া (مرجئا) হবে না।

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমি আমার পিতাকে শুনেছি তাকে الارجاء বা মুরজিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন : আমরা বলি ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও 'আমাল এবং বাড়ে ও কমে। যখন কেউ যিনা করে বা মদ পান করে তখন তার ঈমান কমে। (কিন্তু মুরজিয়ারা এটা মানে না)। ('আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদের আস্ সুন্নাহ- ১/৩০৭-৩০৮)

(ঘ) সাহাবীদের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহ্:)-এর উক্তিসমূহ :

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের 'কিতাবুস সুন্নাহ'-তে এসেছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবাদের ব্যাপারে ভাল আলোচনা করা এবং তাদের ব্যাপারে খারাপ ও তাদের মাঝের বিরোধসমূহ আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাটাই হলো সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদেরকে গালি দিবে অথবা তাদের মধ্যে কাউকে গালি দিবে সে মুবতাদা বা বিদ'আতী, রাফেযী, খারাপ লোক। আল্লাহ তা'আলা তার ফার্‌য নফল কোনটাই কবুল করবেন না।

বরং সাহাবীদেরকে ভালবাসাই হলো সুন্নাত, তাদের জন্য দু'আ করা হলো নৈকট্যের কাজ, তাদের অনুসরণ করা হলো ওসীলাহ। আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হলো ফাযীলাত বা মর্যাদা।

অতঃপর ইমাম আহমাদ (রহ্ঃ) বললেন : চারজনের পর রাসূলুল্লাহ -এর অন্যান্য সাহাবীরা হচ্ছেন উত্তম মানুষ, সুতরাং কারো ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করা জায়িয নেই এবং তাদের মধ্যে কারো দোষ-ত্রুটি দ্বারা (উল্লেখ করে) তাকে দোষারোপ করা জায়িয নেই। সুতরাং যে এটা করবে বাদশার উপর অপরিহার্য হলো তাকে শিক্ষা দিতে হবে এবং শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে কোনক্রমেই ক্ষমা করা উচিৎ নয়।

(প্রমাণ : ইমাম আহমাদের কিতাবুস সুন্নাহ- ৭৭-৭৮ পৃঃ)

ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী ইমাম আহমাদের মুসাদ্দাদের নিকট প্রেরিত রিসালাতের উদ্ধৃতি করেছেন। আর তাতে রয়েছে : দশজনের ব্যাপারে তুমি সাক্ষ্য দিবে যে তারা জান্নাতী আর তারা হলেন : আবূ বক্‌র , 'উমার , 'উসমান , 'আলী ত্বলহাহ্ , যুবাইর , সা'দ , সা'ঈদ , 'আবদুর রহমান , আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনু জারবাহ ।

রাসূলুল্লাহ যাকে জান্নাতের ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন আমরা তার ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দিব। (ইবনুল জাওযীর মানাকিবু ইমাম আহমাদ- ১৭০ পৃঃ, ছাপা : দারুল আফাকিল জাদীদাহ্)

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমি আমার পিতাকে ইমামিয়াত বা খিলাফত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি : তিনি বললেন : আবূ বক্‌র , 'উমার 'উসমান , অতঃপর 'আলী । (আস্ সুন্নাহ- ২৩৫ পৃঃ)

'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমি আমার পিতাকে ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যারা বলে 'আলী খালীফাহ নন। তিনি বললেন : এটা হলো খারাপ, ইতর লোকদের কথা। (আস্ সুন্নাহ- ২৩৫ পৃঃ)

ইবনু জাওযী ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতি করেছেন, ইমাম আহমাদ বলেন : যে ব্যক্তি 'আলী -এর খিলাফাত সাব্যস্ত করবে না সে গৃহপালিত গাধার চেয়েও অধিকতর বিপদগামী।

(মানাকিবুল ইমাম আহমাদ- পৃঃ ১৬৩, ছাপা : দারুল আফাক)

ইবনু আবী ইয়া'লা ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতি করেছেন : যে ব্যক্তি 'আলী ইবনু আবূ তালিব -কে চতুর্থ খালীফাহ না বলবে, তোমরা তার সাথে কথা বলবে না এবং তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত হবে না।

(প্রমাণ : তবকাতুল হানাবিলাহ- ১/৪৫)

(৬) দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহ্:)-এর নিষেধাজ্ঞা :

ইবনু বাত্ত্বাহ আবূ বক্‌র আল মারুজী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি আবূ 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি :

যে ব্যক্তি (কালাম বা যুক্তি-তর্ক) চর্চা বা আত্মনিয়োগ করে সে সফলকাম হয় না। যে ইলমূল কালাম (বা যুক্তি-তর্ক) করে সে জাহমিয়াহ থেকে মুক্ত নয়। **(প্রমাণ : আল ইবানাহ- ২/৫৩৮)**

ইবনু 'আবদুল বার 'জামিউ বায়ানিল ইল্‌ম'-এ ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতি করেছেন : নিশ্চয়ই যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনকারী কখনো সফলকাম হবে না। আর তুমি দেখবে যারাই কালামকে গবেষনা করে বা তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত থাকে তাদের অন্তরে দোষ-ত্রুটি রয়েছে। **(জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহী- ২/৯৫ পৃ:, ছাপা : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)**

হারুবী 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার পিতা 'উবাইদুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু খাকান-এর নিকট লিখেছেন :

তুমি যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনকারী নও এবং আমি যুক্তি তর্ক বিদ্যার মধ্যে কিছু কল্যাণ দেখি না। তবে যা কিছু আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীসে রয়েছে তা ব্যতীত। কিন্তু এগুলো ছাড়া যুক্তি তর্কের রাস্তা সীমাবদ্ধ নয়। **(জাম্মুল কালাম- ب، ২১৬ - ق)**

ইবনু জাওযী মূসা ইবনু 'আবদুল্লাহ আত্-তরসুসী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি তোমরা আহলে কালামদের মাজলিসে বসিও না। যদি তারা সুন্নাতকে রক্ষা করেও।

(মানাকিবুল ইমাম আহমাদ- ২০৫ পৃ:)

ইবনু বাত্ত্বাহ আবূ হারিস আস সা'য়িগ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

যে ব্যক্তি কালাম বা যুক্তি তর্ক ভালবাসে এবং তার অন্তর থেকে এটা বের করে না। তুমি তাকে কখনই সফলকাম হতে দেখবে না।

(প্রমাণ : আল ইবানাহ [ইবনু বাত্ত্বাহ-এর)- ২/৫৩৯ পৃ:)

ইবনু বাত্ত্বাহ 'উবাইদুল্লাহ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি আবূ 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি : তোমরা সুন্নাত এবং হাদীসকে আকড়িয়ে ধরো এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের উপকার (কল্যাণ) করবেন। তোমরা নিরর্থক কথা বলা, ঝগড়া, পরস্পর বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকো। কেননা যে ইলমূল কালাম বা যুক্তি-তর্ক জ্ঞান পছন্দ করে সে সফলকাম হতে পারে না। আর দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্কের শেষ পরিণাম বিদ'আতের দিকে যায়। কেননা কালাম বা তর্ক-বিতর্ক কল্যাণের দিকে আহ্বান করে না। আমি নিরর্থক কথা বলা এবং ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করি না। আর তোমাদের উপর অপরিহার্য হলো তোমরা সুনান, আসার এবং ফিকাহকে আকড়িয়ে ধরো যা দ্বারা তোমরা উপকৃত হবে।

তোমরা ঝগড়া এবং পরস্পর বিরোধিতাকারী ও তর্ককারী লোকদের কথা পরিত্যাগ করো।

মানুষকে পেয়েছি তারা এটাকে চিনে না এবং তারা আহলে কালামদের সাথে চলাফেরা করে না। আর কালাম বা দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক এর শেষ পরিণাম কল্যাণের দিকে ধাবিত করে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং তোমাদেরকে ফিতনাহ থেকে রক্ষা করুক এবং নিরাপদে রাখুক। আর প্রত্যেক ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো।

(প্রমাণ : ইবনু বাত্ত্বাহ-এর আল ইবানাহ- ২/৫৩৯)

ইবনু বাত্ত্বাহ 'ইবানাহ'-তে ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতি করেছেন। তিনি বলেন :

إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذروه.

যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে সে দ্বীনের ব্যাপারে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে পছন্দ করে, তাহলে তাকে তোমরা পরিত্যাগ করো।

(প্রমাণ : আল ইবানাহ- ২/৫৪০)

এগুলোই হলো ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ:)-এর 'উসূলে দ্বীন' সম্পর্কে উক্তিসমূহ এবং ইলমুল কালাম-এর ব্যাপারে তার অবস্থান।

উপসংহার

চার ইমামের কথাগুলো থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে, চার ইমামের 'আক্বীদাহ্ একই।

তবে ঈমানের মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) একটু ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি বলেছিলেন : ঈমান বাড়েও না কমেও না। তবে বলা হয়ে থাকে তিনি এ মাসআলাহ থেকে ফিরে এসেছিলেন। (অর্থাৎ- তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন ঈমান বাড়ে এবং কমে।)

সুতরাং এ 'আক্বীদাই মুসলমানদেরকে একই কালিমার উপর একত্রিত করতে এবং দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পর পৃথক হওয়া থেকে রক্ষা করতে যথাযোগ্য।

কেননা এটা গ্রহণ করা হয়েছে আল্লাহর কিতাব এবং তার নাবী ﷺ-এর সুন্নাত বা হাদীস হতে। সুতরাং কম সংখ্যক লোকই এ সকল ইমামদের 'আক্বীদাহ্ বুঝে, আর তারা এটা জানার মতই জানে এবং বুঝার মতই বুঝে।

আমাদের সমাজে প্রচলন আছে এ চার ইমাম। কেবলমাত্র শারী'আতের বিধি-বিধান পড়ে জানবে আর আমরা কেবল তাদের থেকেই মাসআলাহ-মাসায়েল গ্রহণ করব।

যেন মনে হয় আল্লাহ অহেতুক কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾

"এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে, আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরাহ্ সোয়াদ ৩৮ : ২৯)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ○ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ○ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

"অবশ্যই এ কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"

(সূরাহ্ আশ্ শু'আরা- ২৬ : ১৯২-১৯৫)

আল্লাহ্ বলেন :

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ২)

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তার আয়াতসমূহকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা এবং এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য।

এবং আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন : তিনি কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন যাতে মানুষ কুরআনের অর্থ অনুধাবন করতে পারে ও বুঝতে পারে।

আর কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে মানুষ তার আয়াত নিয়ে গবেষণা করে এবং বুঝতে পারে। সেহেতু ঐ ভাষাভাষী লোকদের পক্ষে এর অর্থ অনুধাবন করা সহজ।

যদি কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব না হয় তাহলে অবতীর্ণ করা অনর্থক। যার কোন উপকার নেই। সেক্ষেত্রে কুরআন অবতীর্ণ করা হবে ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর যাদের নিকট কুরআন হবে অস্পষ্ট অক্ষরের সমপর্যায়ে যার কোন অর্থ নেই।

সুতরাং এ ধরনের কথা সাহাবী, তাবেয়ী এবং এদের পরে ইমামগণের 'আক্বীদাহ্ এর উপর অপরাধ হয়। অথচ তারা এর থেকে মুক্ত। তারা ওহীর অর্থ ভালভাবে বুঝেছে এবং অনুধাবন করেছে। কেননা তারা নবুওয়াতের যুগের নিকটবর্তী ছিল। এ বুঝার দ্বারা তারা হলো সর্বোত্তম মানুষ।

তারা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন 'ইবাদাত করত যা তারা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল থেকে বুঝেছে। তারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শারী'আত এসেছে তার প্রতি প্রকৃত 'আক্বীদাই পোষণ করেছে।

সুতরাং যখন তারা তাদের মা'বূদের নিকট পৌছার রাস্তাই চিনল তখন তারা কিভাবে তাদের মা'বূদের পরিপূর্ণ সিফাত সহকারে চিনবে না? আর যে সমস্ত নস বা প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছেন তা তারা চিনবে না বা বুঝবে না?

পরিশেষে বলা যায়– চার ইমামের 'আক্বীদাহ্ হলো সহীহ 'আক্বীদাহ্ যা স্পষ্টভাবে কুরআন এবং সুন্নাতে এসেছে। যাকে তাবীল, তাতীল, তাশবীহ, তামসীল এর কলঙ্কে কলঙ্কিত করতে পারবে না।

পরিবর্তনকারী এবং সাদৃশ্য স্থাপনকারী তারা মাখলুকের সাথে মিলানো ছাড়া আল্লাহ্র সিফাতসমূহ বুঝে না। আর এটা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে যার উপর সৃষ্টি করেছেন তার বিপরীত। কেননা আল্লাহর জাতের, সিফাতের এবং কর্মের অনুরূপ কিছু নেই।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এ পুস্তকটি দ্বারা মুসলমানদের উপকার করেন এবং তাদেরকে যেন এক পথ ও এক 'আক্বীদার উপর একত্রিত করেন। আর সেটা হলো কুরআন, সুন্নাহর 'আক্বীদাহ্ এবং নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত ও সুন্নাতের 'আক্বীদাহ্।

আর পুস্তকটি লেখার পিছনে উদ্দেশ্য আল্লাহ ভাল জানেন, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের উত্তম অভিভাবক।

পরিশেষে সকল প্রশংসা রব্বুল 'আলামীনের জন্য। আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর আল্লাহর দরূদ (রহমাত) বর্ষিত হোক। –আমীন ॥

রাবী পরিচিতি

❑ **ইবনু নাফি'** : ইমাম মালিক (রহ:) থেকে ইবনু নাফি' নামে দু'জন লোক বর্ণনা করেছেন।

প্রথমজন হলো : 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' ইবনু সাবিত আয যুবাইরী আবূ বক্র আল মাদানী। ইবনু হাজার আসকালানী তার সম্পর্কে বলেন : সে সত্যবাদী (২১৬ হিযরীতে মৃত্যু বরণ করেছেন)।

দ্বিতীয়জন হলো : 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি ইবনু আবূ নাফি' আল মাখজুমী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য (মৃত্যু ২০৬ হিযরী)।

❑ **আশহাব** : তিনি হলেন, আশহাব ইবনু 'আবদুল 'আযীয ইবনু দাঊদ আল কাইসী আবূ 'উমার আল মাসরী। ইবনু হাজার আসকালানী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য ফকীহ (মৃত্যু বরণ করেছেন ২০৪ হি:)।

(তাকরীবুত তাহজীব- ১/৮০, তাহজীবুত তাহজীবে তার জীবনী- ১/৩৫)

❑ **আবূ না'ঈম ইবনু ওহাব :** তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু ওহাব আল কুবশী ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি ফকীহ নির্ভরযোগ্য হাফিয, আবিদ (মৃত্যু : ১৯৭ হিঃ)। **(তাকরীবুত তাজীব- ১/৪৬০)**

❑ **ইবনু জুরাইয :** তিনি 'আবদুল মালিক ইবনু 'আবদুল 'আযীয ইবনু জুরাইয আল রুমী আল উমুবী। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি ইমাম, হাফিয, ফকীহ (মৃত্যু ১৫০ হিঃ)।

(তাজকিরাতুল হুফ্ফায- ১/১৬৯, তারীখে বাগদাদ- ১০/৪০০)

❑ **'আবদুল্লাহ আল-অনবারী :** তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সুতার ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আল আনবারী, আল বাসরী, আল কাযী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন নির্ভরযোগ্য (মৃত্যু : ২২৮ হিঃ)।

(তাকরীবুত তাহযীব- ১/৪২১, তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৪৮)

❑ **মুস'আব ইবনু 'আবদুল্লাহ :** তিনি মুসআব ইবনু 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মুসআব ইবনু সাবিত ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর ইবনু আওয়াম আল আসদী আল মাদানী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি সত্যবাদী বংশীয়গতভাবে আলিম (মৃত্যু : ২৩৬ হিযরী)।

(তাকরীবুত তাহযীব- ২/২৫২, তাহযীবুত তাহযীব- ১০/১৬২)

❑ **ইসহাক ইবনু 'ঈসা :** তিনি ইসহাক ইবনু 'ঈসা ইবনু নুজাইহ আল বাগদাদী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : সত্যবাদী (মৃত্যু : ২১৪ হিযরী)।

(তাকরীবুত তাহযীব- ১/৬০, তাহযীবু তাহযীব- ১/২৪৫)

❑ **ইবনু উলাইয়্যাহ :** তিনি হলেন ইব্রা-হীম ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু উলাইয়্যাহ্। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তিনি জাহমিয়্যাহ ধ্বংসের দিকে ধাবিত ব্যক্তি, সর্বদায় দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে ঝগড়া করতেন। তিনি বলতেন : কুরআন মাখলুক (মৃত্যু : ২১৮ হিযরী)।

(মিজানুল ইতিদাল- ১/২০, তার জীবনী রয়েছে লিসানুল মিজানে- ১/৩৪-৩৫)

আত্-তাওহীদ প্রকাশনীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। জুযউল কিরাআত-ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুবাদ

২। জুযউ রফ'ইল ইয়াদাঈন - ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুবাদ

৩। আদাবুয যিফাক বা বাসর রাতের আদর্শ- আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) (অনুঃ)

৪। সংক্ষেপিত আহকামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন-ঐ

৫। ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন? - ঐ

৬। কবর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না? - ঐ

৭। কুরআন হাদীসের নিরিখে মুসলিম নারীর পর্দা - ঐ

৮। নাবী ﷺ এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি - শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) (অনুঃ)

৯। মৃত ব্যাক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌছে কি?- মুহাম্মাদ আহমাদ (অনুঃ)

১০। মিফতাহুল জান্নাহ বা জান্নাতের চাবী - আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) (অনুঃ)

১১। সলাতে নারীর পোষাক ও পর্দা - শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) (অনুঃ)

১২। চার মাযহাবের অন্তরালে - খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ)

১৩। তাকবীরাতুল ঈদাঈন বা ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা - ঐ

১৪। আপনি জানেন কি? প্রচলিত সলাত এবং রসূল ﷺ -এর সলাতে পার্থক্য কতটুকু? -ঐ

১৫। আপনি জানেন কি? রসূলুল্লাহ ﷺ কত তাকবীরে ঈদের সলাত পড়তেন? - ঐ

১৬।"অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্বে ও মুশরিক। - ঐ

১৭। সহীহ হাদীসের আলোকে নফল সলাত - ঐ

১৮। সহীহ হাদীসের মানদন্ডে রাতের সলাত (তারাবীহ-তাহাজ্জুদ ও বিতর)- ঐ

১৯। জামা'আতে সলাত ত্যাগকারীর পরিণতি - ঐ

২০। চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হক্ব-ঐ

২১। ঈদের সালাতে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস ৬ তাকবীরের হাদীস কোথায়? ঐ

২২। আট রাকআত তারাবীহ - সংকলিত

২৩। ইসলামী ক্বায়েদাহ - (১ ও ২) - ক্বারী মুজিবুর রহমান সালাফী

২৪। চার ইমামের আক্বীদাহসমূহ - ড. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান -অনুবাদ

২৫। তাওহীদের আলো গজল ভান্ডার - মুজিবুর রহমান সালাফী

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

প্রতিষ্ঠাতা ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ)

বিজ্ঞ আলিমদের নির্ভেজাল ধর্মীয় বই পুস্তক প্রকাশসহ
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

সেবাই আমাদের কাম্য

ঠিকানা ঃ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া সংলগ্ন, ৭৯/ক, উঃ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

পার্সেল এর সুব্যবস্থা আছে। মোবাঃ ০১৭১২৫৪৯৯৫৬